কী হয়েছিল অবাধ্যদের

মোহাম্মদ জুলকারনাইন

কি হয়েছিলো আমাদের

কি হয়েছিল অবাধ্যদের

মোহাম্মদ জুলকারনাইন

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া

wK n‡qwQj Aeva¨‡`i

‡gvnv¤§` RjKvibvBb

cKvkKvj

wØZxq ms¯‹iY

Rb 2009 mvj

cKvkK

nvwKgvev` LvbKv‡q †gvRv‡Ïw`qv

fBMo, bvivqYMÄ

†hvMv‡hvM 01726288280, 01190747407

c”Q`

Ae`i †ivDd miKvi

g`K

kIKZ wcÈvm

190/we, dwK‡iicj,XvKv-1000

†gvevBj 01711-264887

01715-302731

wewbgq

lvU UvKv

KI HOESSILO ABADHAYDER : Mohammad Zulkarnine and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Printed by Shawkat Printers, 190/B Fakirapool, Dhaka-1000, Cover Designer Abdur Rouf Sarker

---

Exchange Tk. 60/- U.S.$ 10.00

ISBN 984-70240-0044-6

بسم الله الرحمن الرحيم

মানবতাকে পাড়ি দিতে হয়েছে বহু পথ। বহু বছর, যুগ, শতাব্দী পার হয়ে আজো তার অগ্রযাত্রা বহমান। এ মূঢ় মানবতার সুস্থ স্রোত অব্যাহত রয়েছে নবী ও রসূলগণের কারণে। তাঁদের মাধ্যমেই মানুষ বার বার উঠে এসেছে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। পতন থেকে উত্থানের দিকে। রোগগ্রস্ততা থেকে আরোগ্যের দিকে। তাঁদের অবাধ্য যারা তারা পেয়েছে উপযুক্ত শাস্তি। মূলতঃ এই শাস্তি আখেরাতের জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু যারা সীমা অতিক্রমকারী এবং সুস্থ মানবতার বিকাশ, প্রকাশ এবং উত্থানের জন্য হুমকি তাদের প্রতি পৃথিবীতেই নেমে আসে আযাব।

শরীরের পচে যাওয়া কোনো অংশ যেমন কেটে ফেলে দিতে হয় অবশিষ্ট অবয়বকে নিরোগ রাখবার জন্য,কীটদষ্ট ডালপালা যেমন ছেঁটে দিতে হয় শাখা প্রশাখার নতুন বিস্তার নিশ্চিত করার স্বার্থে, তেমনি অনারোগ্য অবাধ্যতার শিকার দুর্ভাগা সম্প্রদায়দেরকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে পৃথিবী থেকে। এটাও প্রেমময় প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার নিছক অনুগ্রহ। মহামানবতার উত্থান, উন্মেষ ও সম্মুখযাত্রা নিশ্চিত রাখতে গিয়ে এই পৃথিবীতেই অনড় অবাধ্যতার শাস্তি পেতে হয়েছে কোনো কোনো সম্প্রদায়কে।

কী ভয়াবহ ঐ সমস্ত আযাবের প্রকৃতি এবং আকৃতি। কোরআনুল করিমে ঐ সমস্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে এজন্য যে, আমরা যেনো সতর্ক হই। সাবধান হই। আল্লাহতায়ালাকে ভয় করি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার আযাবের ভয়ই ইমান। যেমন তাঁর রহমতের আশা। ইমানদারদের বসবাস কখনো আশায়। কখনো আশংকায়।

‘কী হয়েছিলো অবাধ্যদের’ গ্রন্থে চারটি চরম অবাধ্য সম্প্রদায়ের পরিণতির কথা বিবৃত হয়েছে। এতে একই সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে চারজন সম্মানিত নবীর কাহিনীও– যাঁরা ছিলেন ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বানকারী। তাদের শুশ্রুষাকারী। চিকিৎসক। একান্ত আপনার জন। কিন্তু যারা আপন অনিষ্টে স্থায়ী থাকতে পছন্দ করে তাদের দুর্ভাগ্য ঠেকাবে কে?

আল্লাহ্ তায়ালার আযাব কী ভয়াবহ। আমরা পবিত্রাণ চাই। হে আমাদের প্রেমময় প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ–তুমিই পবিত্রতম। আমাদেরকে নিরাপদ রাখো তোমার অসন্তুষ্টির আযাব থেকে। আমিন।

মহামানবতার পথযাত্রা এখনো চলছে। এখন তার অবয়ব আবরিত রয়েছে রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অফুরন্ত রহমতে। আসুন আমরা আমাদেরকে সমর্পণ করি তাঁর নিকট। মেনে নিই তাঁর দয়া ও রহমতে ভরা শরীয়তের সম্পূর্ণ সীমানা। মহামানবতার মহাউত্থান, মহাপরিত্রাণ এই পথেই। যদি আমরা বুঝি- পাঁচশ কোটি মানুষ। সমসময়ের। সকল অনাগত মানুষ। আগামী পৃথিবীর।

আমাদের সমর্পণকে সঠিক, সুন্দর ও পূর্ণ করতে গেলে খাঁটি কোনো নায়েবে নবী কামেলে মোকাম্মেল পীর মোর্শেদের আনুগত্য ও সংসর্গ জরুরী। ফরজ। আল্লাহতায়ালার নির্দেশও এরকমঃ সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও।

সামান্য দুদিনের জীবন। আয়ুর অনিশ্চিত পাড় ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলেছে নিটোল, নিরপেক্ষ সময়। আমরা কি জাগবোনা?

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
খাদেম, হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

১. কী হয়েছিলো আদ সম্প্রদায়ের—৯
২. কী হয়েছিলো সামুদ সম্প্রদায়ের—২২
৩. কী হয়েছিলো সাদূমবাসীদের—৩৮
৪. কী হয়েছিলো মাদইয়ানবাসীদের—৫১

Avgv‡`i cKvwkZ eB

Zvdmx‡i gvhnvi (1Ñ12) †gvU 12 LÊ
gv`v‡iRb beIqvZ (1-8) †gvU 8 LÊ
gvKvgv‡Z gvhnvi
gKwkdv‡Z Avqwbqv • gvAvÕwi‡d jv`wbqv
gve`v Iqv gvÔAv`

gKZev‡Z gvmgxqv (1-3) †gvU 3 LÊ
bKkv‡q bKke›` • †Piv‡M wPkZx • evqvbj evKx
Rxjvb m‡hi nvZQwb • b‡i †miwn›` • Kwjqv‡ii KZe • c_g cwievi
gnv‡cwgK gmv • Zwg‡Zv †gv‡k` gnvb • bexbw›`bx

Avevi Avm‡eb wZwb
m›`i BwZeË • †dvi‡Zi Zxi • gnv cve‡bi Kwnbx
Kx n‡qwQ‡jv Aeva¨‡`i

THE PATH
c_ cwiwPwZ • bvgv‡Ri wbqg • igRvb gvm • Bmjvgx wekvm
BASICS IN ISLAM • gvjveÏv wgbû

†mvbvi wkKj
wekv‡mi ewówPý • mxgvšcnix me m‡i hvI
ZwIZ wZw_i AwZw_ • †f‡O c‡o evZv‡mi wmwo
bx‡o Zvi bxj †XD • axi mi wejw¤Z e¨_v

কী হয়েছিলো আদ সম্প্রদায়ের

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

এক

আহকাফে দীর্ঘকালীন অনাবৃষ্টি চিন্তাও করা যায় না। অথচ যা অকল্পনীয় তাই হচ্ছে। বহুদিন হয়ে গেলো বৃষ্টির দেখা নেই। আর্দ্রতার অভাবে জমিগুলো কেমন শুকিয়ে গিয়েছে। ফাটল ধরেছে পুরো ভূখণ্ডে। অবারিত রোদে পুড়ে যাচ্ছে চরাচর।

চিরচেনা সেই আহকাফ আজ আর নেই। সবুজ দৃশ্যাবলী হারিয়ে গিয়েছে কোথায় যেনো। বিবর্ণ বৃক্ষের শাখা-পত্রগুলো সেকথাই মনে করিয়ে দেয়। বিমর্ষ প্রকৃতি কোন অযাচিত বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে কে জানে।

বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে প্রতিদিন।

গরমের প্রকোপে আহকাফবাসী আদ সম্প্রদায়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এলো। তীব্র পানি সংকট দিশেহারা করে তোলে তাদেরকে। পানি না পেলে কীভাবে চলবে। এভাবে আর কতদিন?

খরার আগ্রাসন বেড়েই যাচ্ছে। চারিদিকে চলছে শস্যহীনতার হাহাকার। কৃষিকাজ শিকেয় উঠেছে। খরায় চৌচির চরাচরে চাষবাসের আয়োজন যেনো স্বপ্ন।

শুধু তাই নয়। পানীয় পর্যন্ত আদদের জন্য হয়ে উঠলো দুর্লভ। পান করার মতো পানিটুকুও সংগ্রহ করা মুশকিল। মহার্ঘ কোনো বস্তুর মতো পানি নিয়ে দেশময় চলছে কাড়াকাড়ি। প্রাণান্তকর দুর্ভোগের কবে অবসান হবে কে জানে।

এমন মহাদুর্বিপাকে কোনোকালে আদরা পড়েনি। সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা পর্যন্ত স্মৃতিচারণ করে এমন দূরাবস্থার কথা মনে করতে পারে না। তাতে কি। কারো মনে করা না করায় কিছু এসে যায় না। অলংঘ নিয়তি খণ্ডন করবে কে?

তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো উদলা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে যায় আহকাফবাসীরা। কিছুই করবার নেই।

মেঘ ভেসে না এলে, বারিবর্ষণ না হলে কার কি করার আছে। শত লাফ ঝাঁপ দিলেও কোনো লাভ নেই। বসে বসে মাথার চুল ছিঁড়লেও একখণ্ড মেঘ যোগাড় করা যাবে না।

ভরপেট খাওয়া জোটে না। ভয়াবহ খাদ্যাভাবে অনেকেই কাতর। অনাহার অর্ধাহার হয়ে উঠলো নিত্যসঙ্গী। বিশাল দেহধারী আদ সম্প্রদায় দিন দিন কৃষ্ণকায় হয়ে যাচ্ছে। দেহের বাড়তি মেদতো ঝরে গিয়েছে অনেক আগেই, এখন পাঁজরের হাড়শুদ্ধ বেড়িয়ে পড়ছে।

বৃষ্টিবন্ধ্যাত্ব তাদের খাওয়া পরার বিঘ্ন ঘটালেও কুফুরী কর্মে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হলো না। মজ্জাগত অংশীবাদী ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত হলো না কিছুমাত্র।

আধপেটা খেয়ে হোক না খেয়ে হোক আদদের মূর্তিপূজার বিরাম নেই। যে কোনো মূল্যেই দেবতার তুষ্টি রক্ষা করেই যেনো তাদেরকে চলতে হবে। তাছাড়া কোনো বিকল্প তারা খুঁজে পায় না। মূর্তির চরণে মাথা ঠেকিয়ে মৃত্যুবরণ করাটাকেও তারা নিজেদের সৌভাগ্যপ্রসূত কর্মফল বলে ধরে নিয়েছে।

কিন্তু, মূল কথা তাদের অংশীবাদী চিন্তার অগোচরে থেকে যায়। এতোকিছুর পরেও সৃষ্টজগতের অধীশ্বরের ভয়ভীতি আদদের অন্তরে আসে না। আল্লাহ্‌পাকের করুণা ছাড়া উত্তরণের কোনো পথ নেই একথা ভাবতেও চায় না তারা।

নবীর বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না বলে যারা গোঁ ধরেছে তাদেরকে কে উদ্ধার করবে জাগতিক যন্ত্রণা থেকে। আর আখেরাতের অনির্বাণ অগ্নিশিখা তো প্রজ্জ্বলিত রয়েছেই অস্বীকারকারীদের জন্য।

সূর্যের তাপ বিকিরণ হঠাৎ করেই একদিন ঢাকা পড়ে গেলো। কি আশ্চর্য! কি ওটা? আদরা অবাক হয় ভীষণ। মেঘ বলে মনে হচ্ছে। তাই তো। পেঁজা তুলোর

মতো এগিয়ে আসছে এদিকে। এতোগুলো লোকের দেখতে ভুল হওয়ার কথা নয়। ঠিকই আছে। এদিকেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে উড়ন্ত পানির ঝালর।

বহুদিন পর আনন্দ উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলো আহকাফবাসী। খরায় পড়ে পড়ে মার খেয়ে ভাঙা মেরুদণ্ড হঠাৎ সোজা হয়ে গিয়েছে সবার। কি চমৎকার! কি ভালোই না লাগছে। উড়ে যাওয়া সুখের কপোত আবার ফিরে আসছে মনে হয়।

আদ জনতার কল্পনার অশ্ব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কল্পরাজ্যে কতো কি না দেখছে তারা। আঝোর ধারা নেমে আসছে আকাশ বেয়ে। বিশুষ্ক পত্র পুষ্ট, সতেজ হয়ে উঠছে। ভরে যাচ্ছে খাল, বিল, নদীনালা।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

দুই

মহাপ্লাবনের পর নতুন উদ্দীপনায় আবাদ শুরু হলো। ধীরে ধীরে মুছে গেলো ব্যাপক ধ্বংসলীলার ক্ষতচিহ্ন।

হজরত নূহ আ. এর নেতৃত্বে ইমানদাররা দেশ গঠনে স্মরণীয় ভূমিকা রাখতে শুরু করলেন। নতুন নতুন আবাস তৈরীর পাশাপাশি জমি কর্ষণ করে ফসলাদি উৎপন্ন করার চেষ্টায় নিয়োজিত রইলেন দীর্ঘদিন। প্রচণ্ড খাটাখাটুনি করে নবজন্মের উষালগ্নেই নবীর উম্মত খুঁজে পায় নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধির পরশ।

কিন্তু নবী বেশীদিন রইলেন না তাদের মাঝে। কিছুদিন বিশ্বাসীদের জীবন গঠনের নিরলস প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে পাড়ি দিলেন অনন্তলোকের দিকে।

ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী থমকে গেলো যেনো।

কিছু সময়ের জন্যে শোকাঘাতে জমাট পাষাণে পরিণত হলেন ইমানদাররা। নবী তাদের সাথে নেই। এ কথা মনে করলেই সবাই অসাড় হয়ে যান। কিন্তু চিরন্তন ধারাকে তো মেনে নিতেই হবে। তিনি যে কাজের জন্য এসেছিলেন পৃথিবীতে—সেই কাজ করলেই তো তাঁকে পাওয়া যাবে। ভালোবাসার মৌখিক দাবী না করে আরাধ্য কাজে নিয়োজিত থাকাই যে বুদ্ধিমানের কাজ। দ্বীনের ব্যবস্থাপনার আলোকোজ্জ্বল দায়িত্বে সমর্পিতপ্রাণ থাকলেই নবীর সাথে থাকা হবে।

ধাতস্থ হলেন শোকাভিভূত বিশ্বাসীরা। নতুন করে উজ্জীবিত হলেন। হ্যাঁ তাই। নিজেরা সত্যপথে অবিচল থাকলে পরবর্তী যারা আসবে তারা আর বিভ্রান্তির জালে আবদ্ধ হবে না।

নিসর্গের ভাঁজে ভাঁজে দূরন্ত গতির সঞ্চার হলো। কি আশ্চর্য! আগে ভূমি তো এতো উর্বর ছিলো না। কোথাকার পানি কোথায় এসে অস্বাভাবিক ঋদ্ধ করেছে এদেশের মাটি। বৃক্ষপত্রের প্রাচুর্য এমন করে দেখার সৌভাগ্য কাফেররা পায়নি। আল্লাহ্পাক মোমেনদেরকে শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিধান মতো চললে এ সালামতি চিরদিন থাকবে। প্রতিশ্রুতি এরকমই।

সুখের বন্যায় ভেসে যেতে চায় শরীয়তসম্মত জীবন। অঢেল বৈভব বিস্মৃত করে দিতে চায় নিকট অতীতের সেই সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের কথা। কিন্তু ভুলে গেলে তো চলবে না। আল্লাহ্র আযাবের বিস্মরণ মানুষকে করে তোলে উদ্ধত। তারপর ঠেলে দেয় মন্দ পরিণামের দিকে।

হজরত নূহ আ. এর উম্মতেরা ভয়ার্ত চিত্তে মনে করেন সেকথা। সেই অকূল সলিলে ভাসমান কিশতির কথা। আল্লাহ্পাকের কি দয়া। তিনি মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। পাঠিয়েছেন প্রেমময় নবী। সন্ধান দিয়েছেন ভয়াশ্রিত প্রেমের আর পাহাড় সমান প্রত্যাশার।

সময় বয়ে যায় অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মতো।

একে একে নেপথ্যে ঠাঁই নিলেন বিশ্বাসের পতাকাবাহী সৈনিকেরা। সেই সাথে প্রমাদ সংকেত বেজে উঠলো মানব সভ্যতায়। এতোদিনের নিরুদ্বিগ্ন চলার পথে দেখা দিলো বিপত্তি। ভুলে গেলো মানুষেরা অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতির কথা।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

তিন

আত্মপ্রকাশ করলো আদজাতি।

দুর্ধর্ষ মূর্তিপূজক সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হলো এরা। এদের নামকরণ হয়েছে আদ নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে। হজরত নূহ আ. এর পৌত্রের পুত্র ছিলেন তিনি।

বসবাসের জন্য আদজাতি আহকাফ অঞ্চলকে বেছে নেয়। এখানে এসেই শুরু করে শয়তানি কার্যকলাপ। নির্বিবাদে চালু করে তারা মূর্তিসমূহের পূজা অর্চনা।

দিন দিন বেড়ে চলে দেবতাদের আরাধনা। সরল পথের কোনো চিহ্নই তারা আর ধরে রাখে না। অন্তর থেকে উবে যায় ধর্মীয় বিশ্বাস। ফলে অস্বীকারের অমোচনীয় কালিতে তাদের হৃদয় ভরাট হয়ে যায় পুরোপুরি।

আহকাফের গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাম জানা অজানা কতোশত মূর্তি। ছামুদ–হাতার, ছাদা, আরো কতো কি নামের ভূয়া মাবুদগুলো আজ মহাসম্মানে ভূষিত। এদের কথা ভাবলেই আদরা আবেগ মথিত হয়ে যায়। জড়প্রভুদের নাম শুনলেই আবেশে তাদের চোখ বুজে আসে। হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার পাত্র আর কে হতে পারে? এসব দেবতা ছাড়া উপাসনার যোগ্য পাত্র আর কোথায়? এই মূর্তিগুলোই তো সব। জীবন মরণ সব একাকার এদের পাদপদ্মে।

দেবতাদের ভজন ছাড়াও নানা উপাচার ছড়িয়ে পড়েছে সমাজে। মানবতাবিরোধী কাজকর্ম দেশের সব জায়গায়ই সুলভ। যার যা খুশী তাই করে যাচ্ছে। ন্যায়নীতির কোনো বালাই আদদের নেই।

একজন সতর্ককারী প্রয়োজন।

এ মুহূর্তে কোনো মহামানবের আগমন না হলেই নয়। একজন নির্বাচিত বান্দাই কেবল আদদেরকে তাদের ঘৃণিত কাজ থেকে ফেরাতে পারেন।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

চার

প্রেরিত হলেন হজরত হূদ আ.।

মানুষের বুকের জমাট আঁধারে প্রেমের অনল জ্বালাতে এলেন তিনি। আহকাফের সবচেয়ে সম্মানিত বংশধারায় যুক্ত হলেন নবী। খুলুদ নামীয় এ শাখাটি আদ জাতির সমীহ পেয়ে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে।

ফুটফুটে পরিষ্কার শিশু হজরত হূদ আ. জন্মলগ্ন থেকেই সবার বিস্ময় উৎপাদন করলেন। শুভ্রতার মাঝে লালাভ দ্যুতি মেশানো দেহকান্তিতে কেমন অদ্ভুত সৌন্দর্যের প্রতিভাস। এরকম গাত্র বর্ণতো দেখাই যায় না। সবাই বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। পলক পড়ে না চোখে। এমন পবিত্র যার অবয়ব, তিনি তো

সাধারণ কেউ হতে পারেন না। আসলেই অনন্য তিনি। নবী বলেই তিনি অন্য কারো মতো নন।

এর মাঝে পেরিয়ে যায় মাস। বছর।

কথা বলার বয়সে পৌঁছেও বেশীর ভাগ সময় হজরত হুদ আ. থাকেন গম্ভীর। শিশুরা মুখ ফুটলে কথার খই ফুটাতে থাকে। আর তিনি বাচ্চা বয়সেই মৌনতা অবলম্বন করলেন। অন্যান্য ছেলেদের মতো প্রগলভ নন তিনি।

কৈশোরে পৌঁছেও নবী পরিমিতভাষী। অল্প নয়। বেশীও নয়। ঠিক যতটুকু দরকার তার চেয়ে অতিরিক্ত কথা বলা তার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ।

সম্প্রদায়ের আচার আচরণ খুবই ব্যথিত করে তোলে কিশোর নবীকে। এসব কি করছে এরা। সৃষ্ট বস্তু নিয়ে আদরা এতো মাতামাতি করে কেনো? কেনো তারা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কাছে অবনত হয় না।

তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। দুঃখের দহনে শুধু জ্বলতে থাকেন সকাল সন্ধ্যা। অনুক্ত কথার ভারে অস্থির হয়ে যেতে চায় হজরত হুদ আ. এর অন্তর বাহির।

যে করেই হোক আদদেরকে ফেরাতে হবে। চেষ্টা করতে হবে। ভয় হয়— না জানি কখন কোন শাস্তির কবলে এরা পতিত হয়।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

পাঁচ

পরিণত বয়সে হজরত হুদ আ. সতর্ককারীর ভূমিকায় জনসমক্ষে হাজির হলেন। প্রত্যাদেশ পেয়ে কালবিলম্ব না করেই নেমে পড়লেন প্রচারে।

'হে আমার জাতি! এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করো'। উদাত্ত স্বরে আহ্বান জানালেন নবী, 'তোমাদের মাবুদ তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তোমাদের অন্তরে কি ভয় জাগে না?'

অবিশ্বাসের নড়বড়ে ভিতে কাঁপন ধরলো। অপার বিস্ময় উথলে উঠলো কাফেরদের চোখে মুখে। ভারী আশ্চর্য! কোত্থেকে এলো লোকটা। মাটি ফুঁড়ে বের হলো নাকি। বলে কিনা আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো। স্মৃতিভ্রষ্ট কোনো পাগল নয়তো।

কিন্তু তা কেনো হবে। আদরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়। এর পরিচয় তো সবার চোখের সামনেই রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই হুদ সৎলোক হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সত্যনিষ্ঠায় এরকম ব্যক্তিত্ব আহকাফ জুড়ে কোথাও দেখা যায় না। তা হোক। উপাস্য মূর্তিদের বিরুদ্ধে যে কথা বলে, সে যতো চরিত্রবান লোকই হোক— খাতির করা যাবে না তাঁকে। তাঁর বক্তব্য কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

'আমরা তোমার মধ্যে বুদ্ধির ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি।' বিক্ষুব্ধভাবে বলে উঠে অংশীবাদীরা, 'এ ব্যাপারে আমাদের প্রতীতি জন্মেছে যে, তুমি মিথ্যাচারী।'

এর চাইতে পরিতাপের বিষয় কী হতে পারে। মিথ্যা মাবুদদের পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে নিষ্কলুষ নবীকে মিথ্যাবাদী বলতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হলো না অবিশ্বাসীরা। গলার আওয়াজ বিন্দুমাত্র কাঁপলো না এদের।

এতোবড় অপবাদ শুনেও হজরত হুদ আ. তাদেরকে বোঝাতে চাইলেন। যা হোক রাগের মাথায় হয়তো বলে ফেলেছে। এমনো হতে পারে। মূল কথাটি ব্যক্ত করলে ওরা হয়তো সংযত হবে।

'ভ্রাতবৃন্দ! আমি নির্বোধ নই।' সুকোমল কণ্ঠে বলেন নবী, 'আমি মহাবিশ্বের প্রতিপালকের প্রেরিত পুরুষ। তাঁর কথাই বহন করে তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি সন্দেহাতীতভাবেই তোমাদের শুভার্থী।'

দ্ব্যর্থহীন উপদেশ ভালো লাগে না প্রতিমাসেবীদের। শিশুকাল থেকে চুপচাপ ছিলো লোকটা। সেটাও এক অর্থে ভালো ছিলো। যুবা বয়সে এসেই হুদ যতো গণ্ডগোল পাকাতে শুরু করেছে। অজানা উদ্ভট সব কথা বলে বেড়াচ্ছে।

কি বিস্ময়ের কথা! মানব সন্তান কি না নিজেকে নবী বলে পরিচয় দেয়। এটা কোনো জ্ঞানীর কাজ হলো। দু একটা কথা পুরোনো মাবুদদের অপমান করে বললেই কেউ নবী হয় নাকি। এরকম কথা বলতে থাকে আদরা।

সৃষ্টিগত ভিন্নতাতো দূরের কথা। জাতিগত পার্থক্য অথবা ভাষাগত তারতম্য থাকলে কাফেরেরা তখন অন্য প্রসঙ্গ তুলে আনতো। বলতো, যার সাথে বচনে মিল নেই, আচারাচরণে সাযুজ্য নেই তাকে আমরা কীভাবে অনুসরণ করবো। সে পথ তাদের জন্য রাখা হয়নি। একই গোত্রের একই ভাষাভাষী লোক পাঠান আল্লাহ্‌পাক নবী রসূল হিসেবে। আর এর বিভিন্নমুখী সুবিধাও রয়েছে। মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল যেভাবে সাধিত হবে আল্লাহ্‌পাক তো সেভাবেই ব্যবস্থা করে দেন সবকিছুর।

অকৃতজ্ঞ যারা তারা সবকিছুতেই ফাঁক ফোকর খুঁজে বেড়ায়। ছিদ্র অন্বেষণে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

ছয়

কৃতঘ্ন আদদেরকে পূর্বের উম্মতের মর্মন্তুদ ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিলে হয়তো কিছুটা কাজ হতে পারে। এ উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে হজরত হুদ আ. সচেতন করতে চাইলেন তাদেরকে।

'মনে করো হজরত নূহ আ. এর কওমের কথা। কী ভয়ানক আযাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তারা, প্রিয়জনের ভঙ্গিতে বলে যান নবী, 'তারপর তোমাদের অভ্যুদয় হলো। আল্লাহপাক তোমাদেরকে অধিক সচ্ছলতা ও দৈহিক শক্তিদান করেছেন। এসব নেয়ামতের দিকে মনোনিবেশ করে সেটার হক আদায় করো'। গভীর মমতামাখা কণ্ঠে বক্তব্য শেষ করেন হজরত হুদ আ.।

যাক। এবার যদি ওরা ভুল বুঝতে পারে তাহলে কতোই না উত্তম হবে। সংশোধনের দুয়ার তো খোলাই আছে। কেউ আসতে চাইলে দেখবে সত্যপথে আগমন কতো সহজ। কতো অবাধ।

কিন্তু আদরা বড্ড বেশী একগুয়ে। কোনোকথা ঠিকমতো শোনে না। শুনলেও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে না।

'তুমি কি আমাদেরকে এ শিক্ষা দিতে এসেছো যে, আমরা যেনো আমাদের সযত্ন রক্ষিত প্রতিমাগুলো বিসর্জন করি?' হিংস্র হয়ে উঠে স্বেচ্ছাচারীরা, 'জেনে রাখো, আমরা তা করবো না। আর আযাব এনে তুমি যে সত্যাশ্রয়ী তার প্রমাণ দেখাও।'

সেই একই রকম মনোভাব প্রতিভাত হচ্ছে আহকাফবাসী কাফেরদের বাকবিতণ্ডায়। হজরত নূহ আ. এর স্বজাতি যেমন বলেছিলো— তেমন কথাই বেরিয়ে আসছে আদদের মুখ থেকে। কালের দূরত্ব ছাড়া কোনো তফাৎ তাদের বাচনভঙ্গিতে ধরা পড়ে না।

হজরত হুদ আ. প্রবল ভীতি অনুভব করেন। আদজাতির আচার ব্যবহার আশংকাজনক। এসমস্ত অপরিণামদর্শী লোকাচার শুধু সমূহ ক্ষতির দ্বারই উন্মুক্ত করে। ভাবেন নবী। কী উপায় এখন পরিত্রাণের?

মহান প্রতিপালকের কি অপার অনুগ্রহ। অবাধে বিচরণ করতে দিয়েছেন অবিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীতে। প্রভুত্বের অংশীদার স্থাপন করার পরেও নিশ্চিহ্ন করে

দেননি। বরং পাঠিয়েছেন হজরত হূদ আ. এর মতো একজন নবীকে। আত্মহননকারী জাতির জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কি হতে পারে। তারপরও যদি আদদের টনক না নড়ে। শুধু জেগে জেগে ঘুমায় তাহলে কী আর করার আছে।

হঠাৎ করেই আঁধার চিরে আলোর উন্মেষ দেখা দিলো। যাদের অন্তরে অভিশপ্ত ইবলিস স্থায়ী ঘাটি গড়তে সক্ষম হয়নি। যাদের হৃদয় এখনো নিরারোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেনি, চমকে উঠলেন তারা। শিরিকের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলেন কিছু বিবেকবান মানুষ। মেনে নিলেন আল্লাহ্‌কে। আল্লাহ্‌র নবীকে।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

সাত

ছোটখাট একটি দল তৈরী হলো।

সদ্য তওবাকৃত লোকেরা ঘৃণিত পথ থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দে অধীর হলেন। শিখতে শুরু করলেন পবিত্র জীবনাচরণের আসমানী বিধান। শরীয়তের নিয়ম কানুন।

নবীর সংস্পর্শে থেকে খুব একটা সময় লাগে না তাদের সবকিছু বুঝে শুনে নিতে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে উঠেন। একথা তাদের কাছে প্রত্যয়দীপ্ত হয়ে ধরা দেয় যে, প্রভু প্রতিপালক এক আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ ভিন্ন কোনো পথ নেই। পরিত্রাণ নেই।

কি ভুলই না হচ্ছিলো। মহাসংকট থেকে আল্লাহ্‌পাক উদ্ধার করেছেন। হজরত হূদ আ. না এলে কি যে হতো। ভাবাও যায় না।

কিন্তু যারা মানে না। প্রেরিত বান্দাকে কাছে পেয়ে তাদের কী লাভ হলো। অসুস্থ পাকস্থলীতে যেমন পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক হয় না। আদদেরও হয়েছে সেই অবস্থা। ভালো কথা তাদের রোগগ্রস্ত অন্তরে হজম হয় না। তিক্ত বিষাক্ত বলে অনুভূত হয়।

এদিকে নিবিষ্ট মনে কাজ করে যান হজরত হূদ আ.।

কিছু লোক ইমান আনাতে উৎসাহিত হন নবী। লোকসমাবেশ দেখলেই কলেমার দাওয়াত দেন। দরদী কণ্ঠে ক্ষয়হীন জীবনের দিকদর্শন দেখান।

কিন্তু মিথ্যা মাবুদ যে জাতির ঘাড়ে চেপেছে তারা কি সহজে কাবু হতে চায়। অযথা তর্কে লিপ্ত হয়ে শুধু কালক্ষেপণ করে। কথায় কথায় মূর্তিদের প্রশস্তি বর্ণনায় তুখোড় বক্তাদের মতো মুখর হয়ে উঠে। দেখে মনে হয় একেকজন শয়তানের যোগ্য মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে। পরিণামের কথা মনে নেই কারো।

নবী জানিয়ে দিলেন তাদেরকে সরাসরি, দেখো তোমরা আমার সাথে বিতর্ক করছো এমন কতগুলো নাম সম্বন্ধে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বসুরীরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বানিয়ে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌পাক এসব প্রতিমা সম্পর্কে কোনো নির্দেশ নাজিল করেননি।

অস্থির হয়ে যায় কাফেরেরা। বলে কি হুদ! ওর স্পর্ধাতো কম নয়! মূর্তিগুলো নাকি মনগড়া। অসহ্য!

স্পর্শকাতর বিষয় হলো, আদদের হাতে তৈরী মাবুদগুলো। এখানে এতো বড় আঘাত আসবে ধারণাই করেনি কেউ। নবী যখন তাদের ছেড়ে কথা কইছেন না। তখন রাগে দুঃখে মুশরিকরা উন্মাদপ্রায় হয়ে গেলো।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই হজরত হুদ আ. এর। সত্যবাদী নবী তিনি। সত্যের আহ্বান জানানোই তার দায়িত্ব। সত্যকথা কারো পছন্দ হলেই কি। আর না হলেই বা কি।

নবী যখন শুয়ে থাকেন, বসে থাকেন কিংবা পদচারণা করেন— সকল অবস্থাতেই উম্মতের মঙ্গলকামনায় থাকেন অধীর। নবী রসুলগণ এরকমই। তাদের চিন্তা চেতনা মানুষের হিত কামনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সারাক্ষণ।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

আট

‘তোমরা আল্লাহর বন্দেগী করো’ ডাকেন নবী পুনর্বার। ‘তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের প্রভু নয়।’ আরো বলেন, ‘বিশ্বাস করো, তোমরা সত্যের বিপরীত কাজ করে চলেছো।’

তবুও আদরা নির্বিকার।

আহত পাখির মতো একরাশ কষ্টানুভূতি হজরত হুদ আ. এর বুক জুড়ে ডানা ঝাপটায়। এ কেমন জাতি। পার্থিব লাভ লোকসান তো এরা ঠিকই বোঝে। বরং

ভালো করেই বোঝে। কিন্তু দ্বীনের কথা, আখেরাতের কথা উঠলেই অবুঝ হয়ে যায়। আল্লাহ্পাকের অসীম অনুগ্রহকে ফিরিয়ে দেয় কী অবলীলায়। আশ্চর্য!

কতো পথই না ঘুরে বেড়িয়েছেন নবী।

বস্তিতে বস্তিতে অলিতে গলিতে ঘুরে দেশের প্রতিটি মানুষকে ডেকেছেন আলোর দিকে। বলেছেন কতো কথা।

চিরশান্তির নীড় বেহেশতের কথা বলেছেন। পাশাপাশি অশেষ কষ্টদায়ক আযাবের কথাও বলেছেন। অথচ কিছুসংখ্যক বনি আদম ছাড়া আর কেউ তাঁর মর্মবেদনার ভাষা উপলব্ধি করলো না।

মাঝে মাঝে হেঁটে পা ভারি হয়ে যায়। চলতে চায়না যেনো। থেমে থাকার উপায় নেই। চলতেই হয়। গ্রীষ্ম বলয়ের উষ্ণ জলবায়ু নবীর দেহ ঘর্মাক্ত করে দেয়। সাগরবক্ষ থেকে তোলা মুক্তার মতো ছোট ছোট স্বেদবিন্দু অবয়ব জুড়ে জ্বল জ্বল করতে থাকে।

তবুও নবী নির্বিকার। নিরলস। বিরাম বিশ্রামহীন।

এভাবেই নবী রসুলগণ সব সময় সম্পর্কযুক্ত থাকেন পরম প্রভু প্রতিপালকের সঙ্গে এবং একই সাথে সৃষ্টজগতের সঙ্গে। আল্লাহ্পাকের দিকে রুজু হয়েও মানবমুখী। আবার মানুষের কল্যাণ কামনায় সারাক্ষণ নিবেদিত থাকা সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্তে বিলীন।

এমন বৈপরীত্যের মিলন নির্বাচিত ব্যক্তি নবী রসুলগণের মধ্যেই সম্ভব। সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেলো।

আর একটি কাফেরও উজানগামী হলো না। প্রচার অভিযানের সময় শুধু বাদানুবাদ করেই আত্মতৃপ্তি পেয়েছে সবাই। তারপরেও যদি হজরত হুদ আ. এর বাণীতে কর্ণপাত করতো। তাহলে এতো কষ্ট, এতো শ্রমের কিছুটা হলেও মূল্যায়ন হতো।

তা আর হলো কই। জাগতিক বৈভব আর দুষ্টমতি শয়তানের খপ্পরে পড়েই আদরা জীবনপাত করলো। ইমান নামের অনন্ত সুখের কপোত হাতছাড়া করে আত্মবিধ্বংসী উদ্বাহু নৃত্যে মেতে রইলো। আর এ কারণেই অবধারিত হলো আযাব।

এলো মহাদুর্বিপাকের পূর্বাভাষ।

আহকাফের আকাশ থেকে মেঘ হারিয়ে গেলো ধুধু শূন্যতায়। বন্ধ হলো বৃষ্টিপাত। বর্ষাকাল বিলুপ্ত হয়ে গেলো দেশ থেকে।

দিন যায়। মাস যায়। বৃষ্টি আর আসে না।

কেনো এমন হলো? ভেবে পায় না মুশরিক জনতা। নিজেদেরকে নিরপরাধ মনে করে বলেই কারণ খুঁজে পায় না। পরস্পর মতবিনিময় করেও কোনো সদুত্তর পায় না ।শুধু ভাবে। কেনো এরকম হলো?

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

নয়

দীর্ঘ বিরতির পর মেঘ দেখা গেলো।

আবেগতাড়িত আদরা ঘর ছেড়ে একত্রিত হয় উন্মুক্ত প্রান্তরে। জনতার কলকণ্ঠে কানে তালা লাগে এমন অবস্থা। কেউ আবার মেঘমালার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে লেগে যায়। সূক্ষ্মভাবে দেখতে থাকে আকাশচারী মেঘের ভাসান।

এই তো। বেশী বাকী নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। এই এসে পড়লো বলে।

'এই মেঘমালা এসে আমাদেরকে বৃষ্টি উপহার দেবে।' বলাবলি করতে লাগলো আহকাফবাসীরা।

বিলম্ব সহে না আর। এক একটি মুহূর্ত যেনো কয়েক প্রহর বলে মনে হয়। বহুদিন প্রবাস কাটিয়ে ঘরে ফেরা ছেলের জন্য মা বাবার যে অবস্থা হয়। তেমনি অধীর আগ্রহ ফুটে আছে কাফেরদের চেহারায়।

চলে এসেছে। একেবারে নিকটে। এবার বারিবর্ষণে সিক্ত হবে আহকাফের মৃত্তিকা।

কিন্তু এ কি? এরকম লাগছে কেনো? কি ওটা? বিস্ময়ে কঠিন হয়ে গেলো হঠকারীদের মুখ। মেঘখণ্ডটি কাছে আসার পর বৃষ্টিপাতের কোনো লক্ষণই তো দেখা যাচ্ছে না। তাহলে?

সবসময় দেখা যায় আকাশ এভাবে মেঘে ছেয়ে গেলে বৃষ্টি হয়। অথচ এখন হচ্ছে না। কারণ কী?

কার্যকারণ উদ্ধার করার সময় পেলো না কেউ। শুরু হয়ে গেলো প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়।

তুমুল বায়ুপ্রবাহে অন্ধকার হয়ে গেলো চারপাশ। প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন বাতাস মুহূর্তেই উড়িয়ে নিয়ে গেলো আশাভরসার শেষ চিহ্নটুকু।

হরিষে বিষাদ নেমে এলো আদজাতির ভাগ্যে। তাদের ভয়ার্ত চিৎকারও শোনা যায় না। ঘূর্ণিবাত্যার চরাচর চৌচির করা শব্দে ভয় এবং উদ্ধারের সকল আর্তনাদ ও আর্তি হারিয়ে গেলো নিমেষেই।

ঝড় বাড়ছেই।

প্রবল ঘূর্ণির তোড়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে দীর্ঘদেহী আদরা। চিন্তাশক্তি তাদের বিলুপ্ত হয়েছে আগেই। এবার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হওয়ার পালা।

মাটি থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে উড়ে পাপিষ্ঠরা আছড়ে পড়ছে পর্বতে, প্রান্তরে। শেকড় উপড়ানো গাছের মতো দুমড়ে ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে।

বাতাসের গতি কমার কোনো লক্ষণ নেই। দিন পেরিয়ে রাত এলো। রাত্রি অতিক্রম করে ফুটে উঠলো প্রত্যুষ। তবুও আযাব থামে না।

গোটা আদ জাতি একইভাবে ঘূর্ণিবায়ুর শিকারে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি সীমালংঘনকারী এরি মধ্যে ইহলীলা সংবরণ করেছে। আহকাফে আর একটিও অংশীবাদী বেঁচে নেই।

আযাবের কবলে পড়ে কেউ কারো কোনো কাজে আসলো না। আখেরাতে সেই অন্তহীন শাস্তি থেকেও কেউ তাদেরকে উদ্ধার করতে আসবে না। নিজেদের কর্মের যোগ্য প্রতিফল নিজেদেরকেই বহন করতে হবে।

অবিশ্বাস্য গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিবাত্যা থেমে গেলো একসময়। সাত রাত আট দিন প্রলয়ের মহড়া চালিয়ে ক্ষান্ত হলো। উপদ্রুত এলাকা দেখে সেই আগের আহকাফ বলে চেনাই যায় না। ধ্বংসস্তুপের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শুধু লাশ আর লাশ।

পুরো কওমের মধ্যে বেঁচে আছেন হজরত হুদ আ. ও তাঁর আসহাবগণ। আল্লাহপাকের কৃপাভাজন লোকগুলো বিশেষ ব্যবস্থায় ভয়ানক আযাব থেকে সুরক্ষিত রয়েছেন।

অপার বিস্ময় নিয়ে তাঁরা দেখছেন হতভাগাদের নির্মম পরিণতি। তাদের সাধের অট্টালিকাসমূহ আজ কোথায়? কোথায় সেই সমৃদ্ধ জনপদ? নদী তটের বসতির মতো সবইতো মিলিয়ে গিয়েছে কালের গর্ভে।

কী হয়েছিলো সামুদ সম্প্রদায়ের

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

এক

হেজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ওয়াদিউল কোরা পর্যন্ত যে প্রান্তরটি দেখা যায় সেখানেই সামুদরা বসবাস করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়ানো ছিটানো পর্বতশ্রেণীগুলোকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ছোট বড় অনেক বস্তি। এগুলোর কেন্দ্রস্থলকে হিজর নামে চেনে সবাই।

মেঘচুম্বি পাহাড় ঘেরা হিজর এমনিতেই নয়ন মনোহর। সারি সারি পর্বতমালার অভ্রভেদী চূড়াগুলো দেখার মতো। তার উপর উঁচু পর্বতগুলোর গায়ে ও অভ্যন্তরে বিচিত্র স্থাপত্য রীতির গৃহনির্মাণ চর্চা শিল্প অনুসন্ধিৎসু মানুষের অন্তরে দোলা দেয়। পাথর কেটে তৈরী করা এসব ঘরবাড়ী সামুদদেরকে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে।

সমভূমিতে ঘনগুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগিচা। বৃক্ষরাজির বৃহৎ সমাবেশ হিজরকে করে তুলেছে মোহময়। মনলোভা। যেদিকে চোখ যায় নজর ফিরাতে ইচ্ছে হয় না।

কুল কুল শব্দে বয়ে চলে ঝরণা।

তরঙ্গাভিঘাতে সৃষ্টি করে চলে কুয়াশার মতো ধোঁয়াটে বাষ্পকণা। মরুপ্রধান ভূভাগে এরকমটি দেখা যায় না সাধারণত। রৌদ্রতাপিত মানুষেরা উষর মরুদ্যানের প্রবহমান পানিতে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পায়।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

দুই

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো সামুদদের নামও একজন সুখ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

বর্তমান হিজরবাসীদের আদি পুরুষ ছিলেন সামুদ। তিনি হজরত নূহ আ. এর অধস্তন পুরুষ। তাঁর উত্তর পুরুষরাই কালক্রমে হিজরে বসতি বিস্তার করেছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত আদদের সাথে সামুদদের বংশগত যোগসূত্র রয়েছে। উভয় জাতি হজরত নূহ আ. এর বংশ থেকে উদ্ভুত।

বিপুল সংখ্যক লোক অধ্যূষিত দেশটি আজ বিপথগামী অবিশ্বাসী ভাটির টানে ভেসে যেতে বসেছে। এখানকার মানুষগুলো তৌহিদের রাজপথ ছেড়ে বেছে নিয়েছে শিরিকের কুফরের কণ্টকাকীর্ণ বিপথ।

আদ জাতির ভাগ্যে কি ঘটেছিলো তা যে এরা জানে না তা নয়। খুব ভালো করেই জানে। নিকট অতীতের সেই হৃদয়বিদারী শাস্তি খুব বেশী দূরের নয়। অথচ কি জন্য সামুদরা এমন করছে তা বোঝা মুশকিল।

ঘটনা ভুলে না গেলেও সেটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি তারা। ভুল করাতো মানুষের শোণিতস্বভাব। মানুষ ভুল করতেই পারে। কিন্তু প্রত্যাবর্তন চাই। অথচ প্রতিষেধক অনুতাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হতে চায় না মানুষেরা। কি আছে মূর্তির মধ্যে?

প্রতিমাপ্রেমিরাই জানে সে কথা। আদদের মতো সামুদরাও বিগ্রহব্যাধির শিকার হয়েছে। শয়তানের পেতে রাখা জালে পা দিয়েছে নির্দ্বিধায়।

দিন দিন হিজরের ঘরগুলো হয়ে উঠলো অংশীবাদের আখড়া।

ছেলে বুড়ো সবাই দেবদেবী বলতে অজ্ঞান। পূজাপার্বন ছাড়া যেনো কারো কোনো গতি নেই। পথ নেই।

বিশ্বাসের বহ্নি নিবু নিবু প্রায়।

সারা দেশ খুঁজে ইমানদার লোক পাওয়া দুষ্কর। নিরুপায় মানবতা, এখন কী উপায় তোমার? ঐ শোনো, তোমাকে উদ্ধার করতে একজন নবী আসবেন। প্রস্তুত হও।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

তিন

প্রত্যয়ের যুগশ্রেষ্ঠ বীর এলেন ধরিত্রীর বুকে। হজরত ছালেহ আ. পদার্পণ করলেন কওমে সামুদের মাঝে। হিজরের মাটি ধন্য হলো তাঁর পবিত্র পদস্পর্শে।

কিন্তু হিজরীবাসী।

তারা কেউ চিনলো না। কেউ খোঁজও নিলো না কে এসেছেন মুক্তির বারতা নিয়ে। সামুদ জাতির পুনর্জাগরণের পাথেয় নিয়ে।

শৈশব থেকেই হজরত ছালেহ আ. ঘুরে ঘুরে দেখেন দেশের মানুষের অবস্থা। দেখে শুনে কেমন যেনো হয়ে যান। কেমন লোকজন এরা। এদের কাজকর্ম তো মোটে সুবিধার নয়। যা খুশী তাই করে বেড়ায়। ন্যায়নীতির কোনো ধার ধারে না। এসব ভালো লাগে না তাঁর। মানব জন্মের অমর্যাদা করছে সামুদরা। এ অবস্থা দেখে কোনো বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরই খুশী হওয়ার কথা নয়। আর একজন নবীর জন্য এই অধঃপতন কতোটা হৃদয়বিদারক, অনুমান করাও শক্ত।

নির্লিপ্ত থাকা যায় না।

নিজ সম্প্রদায়ের ভ্রান্তিপূর্ণ আচার দেখে মনকে প্রবোধ দেয়া যায় না। হৃদয় বারবার কেঁদে ওঠে। চারদিকে শিরিকের জাঁকজমক দেখে হজরত ছালেহ আ. উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

কি নির্বোধ লোকগুলো। আল্লাহ্পাক পরওয়ারদিগার ছাড়া উপাসনার অধিকারী কে? কার জন্য আদি ও অন্তের সকল প্রশংসা? এতো অবুঝ কেনো সামুদ সম্প্রদায়? বিগ্রহবন্দনা তাদের শুভ বিবেককে বন্দী করে রেখেছে কতোকাল। অথচ হুঁশ নেই তাদের।

দেশজোড়া চলে আত্মঘাতি প্রতিমাপূজার উৎসব। এর মাঝেই তৈরী হতে থাকেন হজরত ছালেহ আ.। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তির নবীসুলভ বিকাশ ঘটতে থাকে।

এগিয়ে যায় সময়ের খেয়া।

হজরত ছালেহ আ. এখন সুপুরুষ। অনন্য মেধাসম্পন্ন যুবা। এসময় আসীন হলেন তিনি নবুয়তের পদমর্যাদায়। প্রত্যাদেশ পাওয়ার অব্যবহিত পরে কালবিলম্ব না করেই বেড়িয়ে পড়লেন জনসমুদ্রে।

যে কাজের তাগিদ ছেলেবেলায় অনুভব করতেন মর্মে মর্মে। সেই কজের দাওয়াত নিয়ে হিজরবাসীদের মুখোমুখি হলেন নবী।

'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো' বিশুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চরিত হয়, 'তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই মটিতেই তোমাদেরকে আবাদ করেছেন।'

আঁতকে উঠে সামুদরা। নতুন কথা শোনা যাচ্ছে। কখনো এমন কিছু কাউকে বলতে দেখা যায়নি যে!

'কাজেই তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাঁর দিকেই ফিরে এসো।' বিস্মিত কাফেররা আরো শুনতে পায়, 'নিশ্চয় আমার প্রভু দূরে নন। তিনি আবেদন কবুল করেন।'

নাহ। শান্তিতে আর বসবাস করা গেলো না। একনিষ্ঠ দেবতাভক্তরা গজগজ করতে থাকে। নিরবচ্ছিন্ন সুখের দিন ফুরিয়ে এলো। কি যে হলো এই সুদর্শন লোকটির। ভালোই তো ছিলো সে এতোকাল। সমগ্র দেশ চষে বেড়ালেও তো এর মতো সজ্জন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না। কিন্তু এমন নিষ্কলুষ মানুষটি হঠাৎ বদলে গেলো কীভাবে। যদিও শৈশব থেকে তাঁকে কখনো মূর্তিপূজা সমর্থন করতে দেখা যায়নি। তবুও প্রকাশ্য বিরোধিতা না করলে এখনো ভালো ভাবার যথেষ্ট কারণ থাকতো। একে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আশাভরসা করা যেতো। কিন্তু কোথায় কী হলো যে ছালেহ আজ অন্য কথা বলছে।

'হে ছালেহ! আগে তো তুমি এমন একজন লোক ছিলে যে, আমাদের সকলের আশাভরসা তোমার সাথে সম্পর্কিত ছিলো। অথচ এখন তুমি আমাদেরকে ঐসব মাবুদদের ইবাদত করতে নিষেধ করছো, যাদের আরাধনা আমাদের পূর্ব পুরুষরা করে গিয়েছেন।' প্রতিবাদে সোচ্চার হয় হিজরবাসী মূর্তি উপাসকরা।

ছালেহ'র বক্তব্য কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। প্রাচীন এই দেবতাদেরকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়। কেনোনা স্মরণাতীত কাল থেকে এরা পূজিত হয়ে আসছে। আর ও তো সেদিনকার ছেলে। ওর কথায় কোনোমতেই

প্রত্যয় স্থাপন করা চলে না। বরং নিরুৎসাহিত করতে হবে ছালেহকে মূর্তিবিরোধী উদ্দেশ্যমূলক কথা থেকে।

কিছু বলার অবকাশ পায় না অবিশ্বাসীরা। তার আগেই ঝলসে ওঠে নবীর অলংকৃত বাক্যাবলী, 'হে আমার কওম! তোমরা ভেবে দেখেছো কি? আমি যদি আমার মালিক প্রদত্ত প্রকৃষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি যদি আমাকে স্বীয় অনুকম্পাভাজন করে থাকেন— এমন অবস্থায় যদি আমি তাঁর অনভিপ্রেত কাজ করি তবে এমন কে আছে, যে আমাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করবে। আর তোমরা আমাকে আদিষ্ট কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়ে আমার কোনো উপকার করছো না। বরং ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে চাইছো।

এতোবড়ো কথা। অসহনীয় মনে হয় কাফেরদের কাছে সবকিছু। আমরা নাকি তাঁর অনিষ্ট চাই। তাহলে কে তাঁর ভালোটা চায়। আমরা এতোগুলো মানুষ। আমরা যদি হিতাহিত না বুঝি তো বুঝবেটা কে। ছালেহ কি একাই সবার চাইতে জ্ঞানী নাকি।

মুশরিকরা বুঝতে চায় না সত্য কখনো সংখ্যাধিক্যের মুখাপেক্ষী নয়। যেটা সঠিক সেটা ধ্রুব। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে কোনোকিছু প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তবু তা সত্যের দলিল হয় না। হতে পারে না। পক্ষান্তরে একজন সত্যবাদীর কথা কোটি কোটি লোকের বিরোধিতাতেও বর্জনীয় হতে পারে না। অসংখ্য ব্যক্তির তুলনায় একজন সত্যভাষীর কথাই গ্রহণীয়।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

চার

মুশরিকদের শ্যেন দৃষ্টি উপেক্ষা করে নবী ঘুরে বেড়ান দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। সারা হিজর চষে বেড়ান দ্বীনের আহ্বান জানিয়ে।

সম্প্রদায়ের অবহেলিত লোকদের দৃষ্টি ফেরে হজরত ছালেহ আ. এর দিকে। অন্তর আকৃষ্ট হয় তাদের। আরে তাইতো! ইনিতো বেশ উত্তম কথাই বলেন। সত্যিই তো পরম শক্তিমান আল্লাহ্ ছাড়া আর কে ইবাদত লাভের যোগ্য হতে পারে। মাটি পাথরের মূর্তিগুলোতো মানুষেরাই তৈরী করে। নিজের হাতে তৈরী জিনিসকে উপাস্য মনে করা তো নিছক আহাম্মকী ছাড়া আর কিছু নয়।

গরীব লোকগুলো হাজির হয় নবীর সমীপে। জানায় হৃদয়ের আর্জি। দীক্ষিত হতে চায় তারা।

হজরত ছালেহ আ. গ্রহণ করেন তাদেরকে। উচ্চারণ করেন সত্যান্বেষী মানুষেরা বিশ্বাসের প্রথম শব্দমালা।

আনন্দের ঝির ঝির স্রোত বয়ে যায় নবীর জ্যোতির্ময় অন্তরে। একজন মানব সন্তানের ফিরে আসা। কলুষিত অধ্যায় পাড়ি দিয়ে সরল পথে পা রাখা। কতো যে ভালো লাগার বিষয় তা মানুষকে আহ্বানের কাজে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কারো পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

ইমানদারদের বিনয়ী পদচারণায় ধন্য হয় হিজরের মাটি। যেখানে আল্লাহ্পাকের স্মরণকারীরা চলাচল করে সেখানকার মৃত্তিকা অপর অংশের তুলনায় গর্ব প্রকাশ করে থাকে। ভূমির এ অহংবোধ শুধু মোমিনদের সম্মানার্থেই হয়ে থাকে। কাফেরদের জন্যে তো এমনটি হয়নি। এমনকি ইমান এনেও যারা অন্তরে সার্বক্ষণিক জিকির ধারণ করে না তাদের জন্যও এরকম কোনো সুসংবাদ নেই।

বিশ্বাসীদের দেখে অবিশ্বাসীরা ক্ষেপে যায় খুব। চলনে বলনে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে থাকে। কি জন্যে তারা এমন বাজে আচরণ করে মোমিনরা বুঝে উঠতে পারেন না। কি ক্ষতি হয়েছে কাফেরদের। শারীরিক বৈষয়িক কোনো বিষয়েই তো অসুবিধা হয়নি। তাহলে। তাহলে কেনো তাদের গতিবিধি বাঁকা চোখে দেখে সামুদরা। মুশরিকদের আচরণ সত্যিই পীড়াদায়ক।

এদিকে অবিশ্বাসীরা করে অন্য আশংকা। যদি ছালেহ'র দল বড় হয়ে যায়। যদি তারা জনসংখ্যায় গরিষ্ঠতা লাভ করে। তাহলে তো মুশরিকদের অধিকার খর্ব হয়ে যাবে। প্রভাব করে গেলে তখন নেতৃত্ব যাবে অপর পক্ষে। ছালেহ হয়ে উঠবে সর্বেসর্বা। গোটা জাতি ওর কথায় উঠবে বসবে। কি দুর্গতিই না হবে তখন কাফের নেতাদের।

আরেকটি ব্যাপার ভাবতে হয়। এমন অবস্থার উদ্ভব হলে মূর্তিসমূহের কি হবে। যুগযুগান্তর ধরে আরাধ্য এসব প্রতিমাগুলো তো পথে ঘাটে লাঞ্ছিত হবে। আর অপমানিত হবে চিরনিদ্রায় শায়িত মূর্তি পূজার প্রচলনকারী মহাসম্মানিত তওহীদবিরোধীরা।

বিপদ! সাংঘাতিক মুসিবত দেখা দিয়েছে হিজরে।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

পাঁচ

একদিন বিশিষ্ট কাফেরেরা যেয়ে উপস্থিত হয় মোমিনদের কাছে। যেচে পড়ে আলাপ করতে চায়।

কোনো সৎ উদ্দেশ্যে যে তারা এসেছে তা নয়। কৌশলগত কারণে কাজটি করে তারা। অন্তরের ভাব গোপন করে বিশ্বাসীদের কুশল জানতে চায়।

'তোমরা কি একথা বিশ্বাস করো যে, ছালেহ তাঁর প্রভুর তরফ থেকে নবীরূপে এসেছে? মুখে মধু মেখে জিজ্ঞেস করে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত লোকেরা।

'হ্যাঁ।' জবাব দেন বিশ্বাসীরা, 'নিশ্চয় আমরা তাঁকে যে সব আদর্শ দেয়া হয়েছে তার উপর ইমান এনেছি।'

নিরাশ হয় সামুদরা।

নাহ্! এদের প্রতিটি লোকই উচ্ছন্নে গিয়েছে। কোনো আশা নেই। জিজ্ঞেস করলাম কি। আর মাথা মোটারা উত্তর দিলো কি। এ পথে কাজ হবে না। জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনো লাভ নেই— বুঝতে পারে শয়তানের চেলারা। ভিন্ন পথ ধরতে হবে। কি যে করা যায় এসব সনাতন ধর্মত্যাগী লোকদের নিয়ে। কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনাই মাথায় আসে না।

ওদিকে ছালেহ চলছে নিজের গতিতে। অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে যেনো সে দিন দিন। যেখানে যায় সেখানেই মানুষকে পাকড়াও করে। উপদেশ বিলায়। এভাবে চলতে থাকলে পূজা পার্বনে লালবাতি জ্বলবে।

'তোমরা কি বিরত হবে না।' বলতে থাকেন নবী কাফেরদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে, 'আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। ভয় করো আল্লাহ্‌কে। কথা মানো আমার।'

কোনো সময় পার্থিব উপকরণের অসারতা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে নবী বলেন, 'তোমাদেরকে কি চিরস্থায়ীভাবে ভোগবিলাসে ছেড়ে রাখা হবে? এই সব বাগ বাগিচা, প্রবহমান ঝর্ণাসমূহ এবং মনোরম খেজুর বাগানের মধ্যে অবাধে বিচরণ করতে দেয়া হবে? আর গর্বে মেতে তোমরা কেবল পাহাড় কেটে অট্টালিকা বানাবে?'

বন্ধ হয় না জীবন রক্ষাকারী উপদেশের বর্ষণ। বিশৃঙ্খল জাতির স্বরূপ উদঘাটন করে যেসব সীমালংঘনকারী লোক পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে অভ্যস্ত— যাদের দ্বারা কোনো সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ হয় না। তাদের কথায় সাড়া দিও না তোমরা।'

হতাশা বেড়ে যায় পাপমতিদের।

সদুপদেশ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যায় তাদের। আর পারা গেলো না। মনে হয় লোকটার উপর কোনো অশুভ দৃষ্টি পড়েছে। কোনো যাদুক্রিয়ার প্রভাবে হয়তো ছালেহ এরকম করছে। মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে যাওয়াটাও বিচিত্র কিছু নয়। হয়তো তাই হয়েছে।

তা না হলে সে এসব আজগুবী কথা কোত্থেকে আমদানী করেছে। আমাদের মতো একজন মানুষ কেনোই বা নিজেকে নবী বলে দাবী করবে।

সুস্থ হলে সে কি নিজেকে আমাদের চেয়ে স্বতন্ত্র ভাবতে পারতো। কখনোই তা পারতো না। প্রচেষ্টা তো আর কম চলছে না। কিন্তু ছালেহ'র বিরুদ্ধে কোনোকিছুই দাঁড় করানো যাচ্ছে না। কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলেই অজ্ঞাত কারণে ভেস্তে যায় সব। ওর বিপক্ষে কোনো ষড়যন্ত্রই সাফল্যের মুখ দেখতে পায় না।

তবু বিষয়টিকে গুরুত্বহীন ভাবলে চলবে না। এ ব্যাপারে কাফেররা একমত হয়। এটা সামুদদের মর্যাদার প্রশ্ন। অবহেলা করলে ফলাফল মারাত্মক হবে। এ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা অতীব জরুরী। পুরনো মাবুদদের ছেড়ে দিলে জাতির মাথা হেঁট হয়ে যাবে। কোনোদিন আর হিজরবাসীরা দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

ছয়

দেশের কর্তা ব্যক্তিরা মিলিত হয়।

মত বিনিময় করে তারা মূর্তিত্যাগীদের নিয়ে। হজরত ছালেহ আ. ও তাঁর সঙ্গীদেরকে প্রসঙ্গ করে অনেক কথাবার্তা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর শেষ হয় বৈঠক। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় একটি প্রস্তাব।

ভালোই হলো। উচ্ছ্বসিত হয় অবিশ্বাসীরা আত্মপ্রশংসায়। এবার দেখা যাবে তাঁর দৌড় কত দূর। যাবে কোথায়? এমন অসম্ভব আবদার করবো যে, বুঝবে মজাটা। তখন যদি সে তা না করতে পারে তাহলে আর বাড়াবাড়ি করার জায়গা খুঁজে পাবে না।

সেদিনই সামুদ নেতারা হাজির হয় নবীর কাছে।

পৌঁছেই প্রসন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে থাকে। কেমন যেনো মোলায়েম ব্যবহার প্রকাশ পায় তাদের আচরণে।

'ঠিক আছে।' বলে কাফেররা, 'তুমি যদি এই পাহাড়ের পাথর থেকে আমাদের চাহিদা মতো একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারো— তাহলে ইমান আনবো আমরা।'

ভালো কথা। ভাবেন নবী। মোজেজা দেখে যদি এরা ইমান আনে মন্দ কি। নবীদের দ্বারা প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা তো নবুয়তের শর্তের মধ্যে গণ্য। নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক অনেক মোজেজা প্রদর্শন করে থাকেন।

তবু আশংকা জাগলো মনে।

যদি আবদার পূরণ হওয়ার পরেও সামুদরা বিশ্বাস না করে। এর পরেও যদি তারা কুফুরীতে অটল থাকে। তা হলে তো অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে তাদের। বাঁচার কোনো পথ থাকবে না তখন।

মোজেজা প্রদর্শিত হওয়ার পর কেউ যদি তাতে ইমান না আনে তাতে আযাব অবধারিত হয়ে যায়। তাই হজরত ছালেহ আ. এ বিষয়ে কাফেরদের স্বীকারোক্তি নিতে চাইলেন।

'এমন যেনো না হয়। নিদর্শন আসার পরেও অবিশ্বাসের উপর তোমরা স্থির থাকো।' শংকিত নবী বললেন।

'না। না। তা কেনো' সমস্বরে চেচিয়ে ওঠে আগত হিজর নেতৃবৃন্দ, 'আমরা ঠিক ঠিক কথা রাখবো।'

আশ্বাস পেয়ে নবী হাত তুললেন।

দোয়া করলেন প্রস্তাবিত মোজেজা প্রকাশের জন্য। আবেদন জানালেন প্রভু পরোয়ারদিগারের কাছে যেনো কাফেরদের ফরমায়েশ মতো একটি প্রাণী দান করা হয়।

গৃহীত হলো প্রিয় বান্দার আর্জি।

পর্বত গাত্রে মৃদু কম্পন সৃষ্টি হলো।

কাফেররা চেয়ে আছে সেদিকেই। চোখের পলক পড়ার আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলো অলৌকিক জন্তুটি। সুবিশাল আকৃতির উষ্ট্রীটি দাঁড়িয়ে থাকা সামুদদেরকে অবাক করে সামনে এগিয়ে আসে। বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকায় অবিশ্বাসীরা।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

যা হবার নয়। তাই তো দেখা যাচ্ছে। অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালো ছালেহ। লজ্জা আর কাকে বলে। কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হলে তো চলবে না। সচেতন হয় মুশরিকরা। যা খুশী করুক সে। কোনোটাই মেনে নেয়া যাবে না। কিন্তু বড্ড ভুল হয়ে গেলো। আগে যদি ঘুণাক্ষরেও জানা যেতো এমনটি হবে। তাহলে কিছুতেই এ ধরনের বায়না ধরতো না তারা।

যাক যা হওয়ার তা তো ঘটেই গেলো। মনে মনে ফন্দি আটে হিজরবাসী দুরাচারেরা। এখন না মেনে নিলেই হলো। এসব কিছু যদি অস্বীকার করা হয়। ওকে যদি নবী বলে স্বীকার না করা হয় তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

হজরত ছালেহ আ. কে আশাহত করে সামুদরা অবিচল থাকে কুফুরিতে। কি বিনয়ী ভাবই না দেখিয়েছিলো কাফেররা। বলেছিলো দাবী পূরণ করা হলেই মেনে নেবে। ইমান আনবে সবাই। অথচ কাজের বেলায় করলো উল্টোটা। কথায় কাজে কোনো মিল নেই এদের। সবকিছুই কেমন খাপছাড়া।

হবে না কেনো। শয়তানের সুতার টানে যারা নৃত্য করে তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু বেরিয়ে আসবে কীভাবে। এরা যে মূর্তি আর প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার করেছে। কাজেই সদাচারণ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র।

আল্লাহ্পাকের অফুরন্ত দয়াতে কাফেররা বেঁচে আছে। কোনো আযাব এসে এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে না। তাঁর অপরিসীম ধৈর্য এখনো সামুদদের রক্ষা করছে।

প্রেমময় প্রভু প্রতিপালকের অনুগ্রহের কোনো লেখাজোখা নেই। মুহুর্মুহু করুণা বর্ষিত হয়। তাই টিকে থাকে সবাই। তা নাহলে মহাবিশ্বের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। এমন করুণা নিধানের অবাধ্য মানুষ হয় কি করে?

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

সাত

আল্লাহ্‌প্রদত্ত প্রাণীটির কোনো ক্ষতি করা যাবে না বলে হজরত ছালেহ আ. সামুদদেরকে সাবধান করে দেন।

জীবটিকে স্বাধীনভাবে চলে ফিরে বেড়াতে দিতে হবে। এর অন্যথা হলে নিস্তার নেই। অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে সমগ্র জাতির।

উষ্ট্রী কামনা করা কাফেরদের জন্যে মহা মুসিবত হয়ে দাঁড়ালো।

অস্বাভাবিক আকৃতির প্রাণীটি তাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠলো। আকারে বিশাল হওয়াতে এর পানাহারও সেরকম পর্যাপ্ত পরিমাণে দরকার হয়। অনেকগুলো খাবার একসঙ্গে নিঃশেষ করে উষ্ট্রীটি। এসব দেখে প্রাণে সয় না অবিশ্বাসীদের। সহজভাবে নিতে পারে না তারা জীবটির আহার বিহার।

সামুদদের গৃহপালিত পশুগুলো উষ্ট্রীকে দেখলেই চারণভূমি ছেড়ে পালিয়ে যায়। কোনোভাবে ধরে রাখা যায় না। চিৎকার জুড়ে দেয় ভয়ার্তভাবে। আর জন্তুদের পানি পানের জন্য জাতীয়ভাবে নির্ধারিত কূপটিও হয়ে যায় বেদখল। যখন তখন এক টানে শেষ হয়ে যায় পানি। উষ্ট্রীটি যখন তৃষ্ণা নিবারণ করে চলে যায় তখন আর কারো উপায় থাকে না পানি তোলার, এতোই গভীর তলদেশে পৌঁছে যায় কূপের পানি।

প্রমাদ গুণে হিজরবাসীরা।

ভাবে তারা। কি আপদই না আমরা আবদার করে এনেছি। এতো দেখা যায় মূর্তিমান বিভীষিকা। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে আমাদের ঘাড়ে। শুধু এককাড়ি খায় আর ঘুরে বেড়ায়। শান্তি নেই। এটা যতোদিন থাকবে ততোদিন আর আরাম কোথায়।

ব্যবস্থা একটা না করলেই নয়। ষড়যন্ত্রে তৎপর হয় সামুদরা। কিন্তু হজরত ছালেহ আ. এর হুঁশিয়ারী দুর্বল করে দেয় বার বার। যদি কিছু হয়। যদি কিছু হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত আপোষ রফা হলো একটা।

আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ এলো পানি বণ্টনের ব্যাপারে। নবী বাতলে দিলেন সে কথা তাঁর সম্প্রদায়কে। স্থির করা হলো, একদিন উষ্ট্রীটি আবদ্ধ থাকবে। সে সুযোগে সামুদদের পশুগুলো কূপের পানি পান করবে। আর একদিন হিজরের

সমস্ত জীব জানোয়ার সামলে রাখা হবে। সেদিন আল্লাহ্‌পাকের দানকৃত প্রাণীটির উদর পূর্তি সম্ভব হবে অবাধে। এভাবে উভয় শ্রেণীর পালা চলতে থাকবে।

মেনে নিলো কাফেররা নবীর কথা। ঠিক আছে তাই হবে। একদিন অন্তর অন্তর পানীয় পেলেও চলবে।

আপাতত বাঁচা গেলো। হাফ ছাড়ে সামুদরা। ওই ভয়াবহ জন্তুটার কবল থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলার একটা সুযোগ হলো। এখন আর গৃহপালিত পশুপাল ভয় পেয়ে ছুটাছুটি করবে না। নিশ্চিন্তে একদিন পর একদিন ঘাসপালা খেতে পারবে। আর পানিও পাবে যথেষ্ট তেষ্টা নিবারণের জন্য।

চললো কিছুদিন পালা বদল করে।

একদিন বস্তির পশুগুলো যথেচ্ছ পানি পান করে নির্দিষ্ট জলাধার থেকে। অন্যদিন পান করে মোজেজালব্ধ প্রাণীটি। বেশ চলছে। সুন্দর ব্যবস্থা। কেউ আর অভুক্ত থাকে না। তৃষ্ণার্তও থাকে না।

কিন্তু সোজা জিনিষ যে টেরা চোখে বাঁকা দেখা যায়।

কাফেরদের কাছে অসুন্দর বলে মনে হতে থাকে অনিন্দ পদ্ধতিটি। নবীর করে দেয়া সুবন্দোবস্ত মোটেই ভালো লাগে না তাদের।

শয়তানী বুদ্ধি উদ্ভাবনে লিপ্ত হয়ে যায় সামুদরা। কেনো আমরা একটি উষ্ট্রীকে এমন সুবিধা দেবো। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাণীরা মাত্র একদিন পানি পাবে আর কোথাকার এক আজব প্রাণী এসে মহানন্দে অপরদিন একাই পানি পান করবে। তা তো হয় না। এটা কোনো যুক্তির কথা নয়।

দেশের কূপটিতে কাফেররা নিরঙ্কুশ অধিকার চায়। অন্য কোনো অসুবিধা না থাকলেও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ হচ্ছে না এটাইতো বড় সমস্যা। কাজেই চাই একক ভোগদখলের অধিকার।

অবিশ্বাসীরা পথের কাটা সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

সিদ্ধান্ত নিলো সবাই মিলে উষ্ট্রীকে হত্যা করবে। এব্যাপারে তাদের কোনো দ্বিমত নেই। দ্বিধা সংশয় নেই।

সবাই মিলে একজন শক্তিশালী লোক ঠিক করলো।

বিরাটকায় প্রাণীটিকে সাধারণ মানুষ হত্যা করতে অসমর্থ হতে পারে মনে করে কাফেররা এ পদক্ষেপ নিলো। সুঠাম দেহের অধিকারী আততায়ীকে তার কর্তব্য বুঝিয়ে দেয়া হলো।

সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো লোকটি। অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে একসময় হত্যা করলো সে উষ্ট্রীকে।

নিরীহ প্রাণীটির রক্তে রঞ্জিত হলো হিজরের মাটি।

অবোধ উষ্ট্রীটি কোনোদিন কারো ক্ষতি করেনি। আহত করেনি কাউকে। অথচ দুরাচারেরা বাঁচতে দিলো না তাকে। প্রাণ নিয়ে দুনিয়াতে ঘুরে বেড়াতে দিলো না।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

আট

অপকীর্তির কথা জেনে দুঃখ পেলেন হজরত ছালেহ আ. কেমন মানুষ এরা। বিবেকের লেশমাত্র নেই।

নিজেরাই চেয়ে নিয়েছে প্রাণীটি। অথচ এর পানাহারটুকু সহ্য করতে পারলো না। সামান্য পার্থিব স্বার্থের জন্য মেরে ফেললো প্রতিপালকের দেয়া নিদর্শন। চিন্তা করতেও কষ্ট হয়।

ওহী এলো নবীর কাছে।

জানিয়ে দেয়া হলো, সময় খুব একটা দূরে নয়। আযাব নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে হিজরবাসী মুশরিকদের ললাটে। অপরাধের সর্বশেষ সীমানা এরা অতিক্রম করে ফেলেছে। কাজেই বেশী বাকি নেই শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার।

'তোমরা মাত্র তিনদিন নিজ নিজ আবাসে ভোগ বিলাস আস্বাদন করে নাও।' জানিয়ে দিলেন হজরত ছালেহ আ. সামুদদেরকে, 'এ নির্দেশের ব্যতিক্রম হবে না।'

অন্তিম ঘোষণা শুনেও কোনোরকম চৈতন্যোদয় হলো না কাফেরদের। কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না তাদের। অবিশ্বাসের মাত্রা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে ভাবতেও ভয় হয়। কলজে শুকিয়ে আসে।

এদিকে চলছে আরেক শয়তানী পরিকল্পনা।

সামুদদের মধ্যে নয়জন লোক রয়েছে ভয়ংকর প্রকৃতির। পুরো জাতি এদেরকে সমীহ করে। করতে বাধ্য হয়। আন্তরিকভাবে না হলেও ভয়ে ভয়ে সবাই এদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে। নয়জনের বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি বা সাহস কারো নেই। তাদের মুখের কথাই আইন হিসেবে পরিগণিত হয় হিজরে। অপরাধ জগতে একেক জন ঈর্ষণীয় প্রতিভার অধিকারী।

দেশ জুড়ে নানা রকম ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করাই এ নবরত্নের মূল কাজ। অন্যান্য অপকর্মগুলো তাদের বাড়তি কাজ হিসেবে গণ্য হয়। হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই এসব তো তাদের কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা।

নয়জন চিহ্নিত ফেতনাবাজ এবার রোষান্বিত হয়ে উঠলো। নবীর প্রতিপক্ষে গভীর ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়লো। হজরত ছালেহ আ. কে দুনিয়া থেকে অপসারণ

করার লক্ষ্যে একত্রিত হলো সবাই। শুধু তাঁকে নয় তাঁর পরিবারভুক্ত কাউকেও নিষ্কৃতি দেয়া হবে না— এরকম বাসনা নিয়ে সন্ত্রাসীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

গোপন সভায় মিলিত হয়ে আক্রমণের সময় নির্ধারণ করে দুষ্কৃতকারীরা। দিনে একাজ করলে সাক্ষী থাকতে পারে কেউ। তাই রাতের আঁধারে চুপিসারে কার্য সম্পাদন করতে হবে। যদিও তারা বেপরোয়া তবু কেউ চাইলো না যে এ হত্যাকাণ্ডের কোনো প্রমাণ থাকুক।

পরে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে এ বিষয়ে তখন বলে দিলেই হবে যে, আমরা অনুপস্থিত ছিলাম। আমরা এর কি জানি। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করো।

নিজেরা নিজেদেরকে সত্যবাদী বলে দাবী করলে কারো কিছু বলার থাকবে না। এসব ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো ভ্রষ্টরা। খুশীমনে পৃথক হলো তারা। নির্দিষ্ট সময়ে জায়গা মতো উপস্থিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নয়জনই নিজ নিজ ডেরায় ফিরে গেলো।

কিন্তু বাস্তবের সাক্ষাত পেলো না তাদের ঘৃণ্য জিঘাংসা। তার আগেই এসে পড়লো মহাবিপর্যয়।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

নয়

থর থর করে কেঁপে উঠলো হিজর।

বিরতিহীন ভয়াল কম্পন বেড়েই চললো। প্রারম্ভেই ফাটল ধরেছিলো বাড়ীঘরে। ধ্বস নামতে দেরী হলো না। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগলো কাফেরদের বসতবাড়ীর চালা। দরজা। জানালা। চুরমার হয়ে ভূপাতিত হতে থাকলো সাজানো আসবাব।

হতভম্ব সামুদরা ভাঙচুরের শব্দে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেলো। এগিয়ে আসছে মরণ। আর রক্ষা নেই।

ভয়ংকর ভূমিকম্পের সঙ্গে যুক্ত হলো আরেক বিপদ। পাঁজর বিদীর্ণকারী শব্দতরঙ্গ এসে আঘাত করলো সামুদ বস্তিগুলোতে। এমন গর্জন কেউ শোনেনি

কোনোদিন। এমনিতেই ভূকম্পনের মাত্রা বৃদ্ধিতে পাপিষ্ঠরা ওষ্ঠাগত প্রাণ। তার উপর শুরু হলো আকাশ ফাটা নিনাদ।

মহাশব্দের দাপটে ধ্বংস হতে থাকলো প্রতি মুহূর্তে সামুদ অধ্যুষিত জনপদ। তালা লাগা আওয়াজে কারো আর্ত চিৎকার শোনার উপায় নেই। জাহান্নামে যাওয়ার পথে কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারছে না। কে কার ভাই। কে কার পিতা, মাতা, ভগ্নি, স্ত্রী। সবাই আজ পরিচয় মুছে দিয়েছে জীবন নামক খাতা থেকে। প্রাণ নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে কাফেরদের।

এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকা গুটিকয়েক পাপাচারী সকরুণ চোখে দেখছে নিজ আত্মিয় স্বজনদের পরিণতি। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। চারদিকে শুধু দুমড়ানো লাশ আর অট্টালিকার কড়ি বর্গা মণ্ড পাকিয়ে একাকার।

শেষ হয়ে গেলো নিকষ কালো অধ্যায়।

অন্ধকারের পর্দা সরে গেলো। আযাব থেমে গেলো। হিজরের সর্বশেষ কাফেরটি পর্যন্ত এখন মৃত্যুর উদরে। সমগ্র এলাকা জুড়ে ছড়ানো ইট-পাথর-কাঠ কিছুই আলাদা করে বাছাই করার উপায় নেই। জড়, জীব সব দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। যে সব প্রাসাদসম বাড়ী নিয়ে সামুদরা গর্ব করতো, সবই তাদের সাথে সাথে মিশে গিয়েছে মাটিতে।

এতোকিছুর পরেও কিছু মানুষ ছিলেন নিরাপদ। আল্লাহপাকের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দারা নবীর সাথে আযাবের মাঝেও ছিলেন পুরোপুরি অক্ষত। মহাশাস্তির সুচাগ্রপরিমাণও তাদেরকে স্পর্শ করেনি।

আযাব শেষে নিজ জাতির মর্মনাশা কার্যকলাপের প্রতিফল প্রত্যক্ষ করলেন ইমানদাররা। কি প্রচন্ডই না ছিলো কম্পনের ও নিনাদের প্রলয়ংকারী ক্ষমতা। ধারণা করা যায় না।

শোকর আল্লাহপাকের। আলহামদুলিল্লাহ। কৃতজ্ঞতা সমস্তই মহান প্রভুর জন্য। ভীতিপ্রদ বিষয়াবলী থেকে মুক্ত রেখেছেন যিনি বিশ্বাসীদেরকে। সকল প্রশংসা তো তাঁরই।

কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়, নবীর সাহচর্যে থেকে এ বোধটুকু ইমানদাররা যথার্থই লাভ করেছেন। মানুষ নিজে নিজে তা রপ্ত করতে পারেনা। কৃতজ্ঞ বান্দার সংসর্গ না পেলে এ গুণটি আপনাআপনি শেখা যায়না।

না। এ ভূখন্ডে আর নয়।

হিজর এখন বসবাসের উপযোগী নয়। তাছাড়া এমনিতেও এখানে অবস্থানের জন্যে মন সায় দেয়না। কোথাও চলে যেতে হবে অভিশপ্ত সামুদদের বস্তি ছেড়ে।

হজরত ছালেহ আ, বেরিয়ে পড়েন ভয়াল রাজ্য হিজর থেকে। সাথে সাথে বেরিয়ে পড়েন ইমানদাররাও।

পিছনে পড়ে থাকে গা ছম ছম মৃত্যুপুরী। ধীরে ধীরে দৃষ্টিসীমা থেকে অপসৃত হয় হিজর। অভিশপ্ত হিজর।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

দশ

তবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনা।

রসূলে পাক স. যাচ্ছেন জেহাদে। সাহাবা রা.গণকে নিয়ে তবুক যাচ্ছেন তিনি। যাওয়ার পথে হিজরের নিকটবর্তী হলেন। পূর্বাহ্নেই সবাইকে সাবধান করে বললেন, 'আল্লাহপাকের আদেশের বিরোধিতা করে নিজেদের উপর অত্যাচার করে ধ্বংস হয়েছে হিজরবাসীরা তাদের বস্তিতে প্রবেশ কোরনা যে পর্যন্ত না ভীতির সাথে কান্না আসে। নতুবা ভয় হয় তোমাদের উপরও না সেরকম আযাব এসে পড়ে।'

একথা বলেই নবী করীম স. চাদর আবৃত হয়ে সেস্থান ত্যাগ করলেন।

হিজর অতিক্রমকালে কেউ কেউ সামুদদের কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন। আবার কেউ সে পানিতে আটা গুলিয়ে ফেলেছিলেন। রসূলপাক স. সে সমস্ত পানি এবং আটা ফেলে দিতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করলেন সাহাবীরা রা.। তারপর নবীর স. সাথে দ্রুত পেরিয়ে গেলেন অভিশপ্ত হিজরের সীমানা।

কী হয়েছিলো সাদুমবাসীদের

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

এক

হজরত ইব্রাহিম আ. এর ভাই হারান।

তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা।

নতুন অতিথি আসার অপেক্ষায় থাকেন স্বামী স্ত্রী দুজনেই। প্রতীক্ষার সময় যেনো কাটেনা কিছুতেই। মুহূর্তগুলোকে মনে হয় দীর্ঘ প্রহর।

প্রসবের সময় ঘনিয়ে এলো।

চারদিক সুবাসে আমোদিত করে জন্ম নিলেন এক পবিত্র পুত্র সন্তান। শিশুটির জ্বলজ্বলে রূপ দেখে বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকেন সবাই। কি অপার্থিব দ্যুতি নবজাতকের অবয়ব থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে। দেখে হৃদয় প্রশান্ত হয়ে যায়।

ভাবেন হারান। এ বুকের ধনকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু নিজে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন বলে দৃঢ়তা জন্মাচ্ছে না। কীভাবে কী করবেন কিছুই স্থির করতে পারছেন না।

এইতো বুদ্ধি একটা পাওয়া গিয়েছে। হারানের মনে হয় হজরত ইব্রাহিম আ. এর কথা। তাই হবে। কিছুটা বড় হলে পরে সন্তানটিকে নবী ভ্রাতার কাছে দিয়ে দিতে হবে। এখন তো ও শিশু মাত্র। একটু বেড়ে উঠুক।

মা বাবার স্নেহের পরশে বেড়ে ওঠেন হজরত লুত আ.। তারা ছেলেকে চোখের আড়াল করতে চান না।

চোখে চোখে রাখলেও মাঝে মধ্যে কোথায় যেনো হারিয়ে যান শিশু নবী। খুঁজলে হয়তো দেখা যাবে কোনো খোলা প্রান্তরে নির্ণিমেষ তাকিয়ে বসে আছেন। কিংবা কোনো জনশূন্য জায়গায় নিসর্গের বিশাল পুস্তক পাঠে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রকৃতি নিমগ্নতা যেনো তাঁর নিত্যকার অভ্যাস।

হারান আর দেরী না করে হজরত ইব্রাহিম আ. এর কাছে ছেলেকে পৌঁছে দেন। নবী ভ্রাতুষ্পুত্রকে আপন করে নিলেন। ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রেখে নবুয়তের কাজ প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থা করলেন।

হজরত লূত আ.ও প্রত্যয়দীপ্ত জ্ঞানপিপাসা নিয়ে চাচার সান্নিধ্যে বড় হতে লাগলেন। মর্মপ্লাবি ফল্গুধারায় অবগাহন করে দিনদিন পুষ্ট হতে থাকলেন।

তারপর সঙ্গী হলেন প্রচার কার্যের।

দ্বীনে হানিফ প্রসারকার্যে হজরত ইব্রাহিম আ. এর সাথে বেরিয়ে পড়েন। সফরে ঘুরে বেড়ান মুক্তির সওদা নিয়ে। সমুদয় হিজরতেই তিনি পিতৃব্যকে সঙ্গ দেন। যখনই দরকার হয়।

একযোগে দুজন মিলে চালিয়ে যান নবুয়তী কার্যক্রম। মানুষের করণীয় কাজের মধ্যে যা সর্বোত্তম। সেই চিরায়ত ডাকে ব্যস্ত থাকেন উভয়ে। কেটে যায় বেশ কিছুদিন।

নবুয়ত কোনো চেষ্টালব্ধ মর্যাদা নয়। কেউ ইচ্ছা করলেই নবী হতে পারে না। এমন কোনো সাধনা নেই যা নবুয়ত লাভের উপযোগী হতে পারে। এজন্যে আল্লাহ্‌পাকের নির্বাচনই যথেষ্ট।

এবার দুজনের কার্যস্থল নির্দিষ্ট হলো মিশরে।

ভূমধ্যসাগর ও সাহারা মরুভূমি ছোঁয়া রাজ্যে আহবান চলে একটানা বহুদিন। তারপর আলাদা হলেন উভয়ে। নিজেদের ইচ্ছায় নবীরা কিছুই করেন না। যেখানে আদিষ্ট হন সেখানেই পাড়ি জমাতে হয় তাঁদেরকে। পরিবার পরিজনদের মায়া তুচ্ছ করে চলে যেতে হয় নির্দেশিত স্থানে।

হজরত ইব্রাহিম আ. চলে গেলেন ফিলিস্তিনে। ওখানেই তিনি কাজ করবেন এখন। আর হজরত লূত আ. আদেশ পেলেন সাদুমে যাওয়ার জন্যে। তিনিও রওনা হলেন কর্তব্যস্থলের দিকে।

জর্দানের অন্তর্ভূত একটি এলাকার নাম সাদুম।

চারটি বড় বড় শহর মিলিয়ে একটি রাজ্য। এর একটি বস্তির নামেই এ নামকরণ। বিপুল জনসংখ্যা সম্বলিত দেশটিতে পৌঁছে গেলেন হজরত লূত আ. বিলম্ব না করেই।

এসেই সাদুম নামের জনপদে অবস্থান নিলেন। এখানে থেকেই পুরো রাজ্যে প্রচার চালাবেন বলে নবী মনস্থির করলেন।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

দুই

সাদুমের অধিবাসীরা এমন কেনো।

অন্তরে বড় আঘাত পেলেন নবী। কোথায় এসেছেন তিনি?

চতুর্দিকে চরম স্বেচ্ছাচারিতা। যে যেভাবে পারে সাধারণ খাদ্য দ্রব্য থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় দামী মালামাল পর্যন্ত লুঠ করে। দুর্বলের উপর অত্যাচার তো ডালভাতের মতো ব্যাপার সাদুমবাসীদের কাছে।

দেশে কোনো বিচার ব্যবস্থা নেই। কেউ সুবিচার চাইবে সে সুযোগ রাখাই হয়নি। বাদী হয়ে মজলুম নালিশ করবে কোথায়? সে পথ চিরতরে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সমস্ত লোকালয় গুলোতেই এ অবস্থা বিরাজমান।

দেশীয় লোকজনদের যখন এমন দুরবস্থা, বিদেশী বনিকদের কি হাল হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে। বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য সেরে নির্বিঘ্নে ঘরমুখো হওয়া প্রায় অসম্ভব এ দেশের পথ দিয়ে । ভাগ্য প্রসন্ন হলে দু'একজন হয়তো কোনোক্রমে দস্যুদের চোখ এড়িয়ে ফিরে যেতে পারে। নতুবা সর্বস্ব খুইয়ে শুধু প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো বেশী কিছু ঘটে যায়। এসব আক্রান্ত ব্যক্তিদের কারো কারো প্রাণবিয়োগ হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে। এরকম হত্যাকাণ্ডের বহু নজীর সদাজাগ্রত রয়েছে সাদুমের প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিপটে।

আর শিরিক কুফর তো পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের মতো সাদুমদেরও নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে। নিষ্ঠাবান প্রেমিকের মতো, তথাগত দেবতাদের মনোরঞ্জনের উৎসাহে এদের কোনো ঘাটতি নেই।

সম্প্রদায়ের এহেন অবক্ষয় দেখে বিষণ্ন হন নবী। কিন্তু বিরক্ত হন না। যাই হোক এরা মানুষ তো। ঠিকমতো দিকনির্দেশ পেলে হয়তো আবার ফিরে আসবে সুন্দরের কাফেলায়।

কিন্তু কাফেররা যে পাপাচারে এতো অগ্রগতি অর্জন করছে তা ধারণার অগোচর ছিলো। শিরিক কুফরের সাথে সাথে আবিষ্কার করেছে তারা গোনাহের অচেনা গলিপথ। যে রাস্তা কেউ কোনো দিন খুঁজে দেখেনি সাদুমরা তাই উদ্ভাবন করেছে মহাউৎসাহে। পূর্বের সমস্ত অন্যায় ব্যভিচার এর কাছে ম্রিয়মান হয়ে যায়।

হজরত লূত আ. বিস্মিত হয়ে যান। খোলা প্রান্তরে একজন পুরুষ অপর পুরুষে উপগত হচ্ছে। নারী নয়, তরুনদেরকে জৈবিক বাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ বানিয়েছে আবিশ্বাসীরা। এটাও কি সম্ভব।

কি বিকৃত লালসা এ কওমের! ধিক্কার জানাবার ভাষাও হারিয়ে যেতে চায়। সুস্থ বিবেক স্তব্ধ হয়ে যায়। মানবতার মূর্ত প্রতীক নবীর কি রকম অস্বস্তি হতে পারে এমন বিভৎস দৃশ্য দেখে, ধারণা করা সম্ভব নয়।

এমন নারকীয় কর্ম পূর্বেকার কোন জাতি করেনি। অবিশ্বাস, অস্বীকৃতি করেছে ঠিকই। কিন্তু কোনো সম্প্রদায় স্বাভাবিক পন্থা ছেড়ে কামনা নিবৃত্ত করার জন্য এ পথ বেছে নেয়নি। সাদুমরাই হলো সমকামের ঘৃণিত অগ্রপথিক।

নবীর দুঃশ্চিন্তা দ্রুতগামী হয়। মানুষ তো স্বাভাবিকভাবেই নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অথচ এরা পুরুষ হয়েও স্ত্রীসঙ্গ পছন্দ করে না। ব্যভিচারীরাও তো নিজেদের অবৈধ কাজটি আড়ালে আবডালে সম্পন্ন করে। কিন্তু সাদুমদের সে বালাই নেই। 'লজ্জা' শব্দটি তাদের জীবন থেকে উঠেই গিয়েছে।

এমন অমানুষদের নিয়ে হজরত লূত আ. বেশ ভাবনায় পড়লেন। কী করা যায় এদেরকে নিয়ে। সাদুমদেরকে তাদের পথ থেকে ফিরাতে না পারলে যথেষ্ট ভয়ের কারণ রয়েছে।

প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলো এর চেয়ে লঘু পাপে লিপ্ত থেকেও আযাব কবলিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এরা যদি বিরত না হয় তাহলে আল্লাহ্পাকের রোষ থেকে কে এদেরকে রক্ষা করবে?

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

তিন

দ্বীনের প্রচারে নেমে পড়েন হজরত লুত আ.।

যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন তাদের ঘোর দুর্দিনে শুরু হয় নবীর প্রচারাভিযান।

সমস্ত অনাচার অবলীলায় উপেক্ষা করে তিনি চালিয়ে যান নবুয়তের দায়িত্ব পালনের অসামান্য কাজ। হেদায়েতের উজানতরী বেয়ে চলেন সাদুমের বিরুদ্ধস্রোতে।

ডেকে যান নবী অসুস্থ রুচীর মানব সন্তানদেরকে। কুফুরীর উষ্ণভূমি ছেড়ে ইমানের বেহেশতি মৃত্তিকায় আশ্রয় নিতে বলেন সবাইকে।

ছুটে চলে বিশ্বাসের বৃষ্টি বিক্ষেপ একটানা লোকালয় থেকে লোকালয়ে। শয়তান আর প্রবৃত্তির বিষ নিঃশ্বাস স্তিমিত হয় কিছুটা। সাদুমের বস্তিগুলোতে ভাবান্তর হয় কারো কারো। নবীর প্রাণস্পর্শী ডাকে সাড়া দেয় কেউ কেউ।

অভিশপ্ত জীবন থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে কিছু বিবেকধারী মানুষ। এক দুই করে লোক আসতে থাকে হজরত লূত এর ইমানাশ্রিত সীমানায়। কিন্তু বৃহত্তর অংশটি যে রয়ে গেলো সেই তিমিরেই।

ইমানদারদের সংখ্যা কম হলে কি হবে। বিশ্বাসী যদি একজনও হয়। তবু শত কোটি কাফেরের তুলনায় উত্তম। একটিমাত্র দীপ দিগন্ত প্রসারিত অন্ধকারের চেয়ে মূল্যবান।

সাদুমরা ভয়ানক ক্ষেপে উঠলো।

হিংস্র হায়েনার মতো হয়ে গেলো তারা প্রত্যাবর্তিত বিশ্বাসীদের প্রতি। ক্রোধের অনল ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে তাদের দেহে মনে। কি করবে গরম মেজাজে কিছুই স্থির করতে পারে না।

যেভাবে লূত নিজের দলে লোক ভিড়াচ্ছে। আর অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল। উসখুস করে পিশাচের দল। আমরা নাকি অপকর্ম করি। বললেই হলো। এটা কোনো দুষ্কর্ম হলো নাকি। আমরা যেভাবে খুশী

সেভাবেই উপভোগ করবো। তাতে কার কি। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে বাজে কথা বলে গুটিকয়েক লোক সাধু হতে চায়।

এসব অপপ্রচার নির্বিবাদে মেনে নেয়া যায় না। প্রতিহিংসাপরায়ণ কাফেররা ভাবে, লূত ও তাঁর সহযোগীদের ব্যাপারে কিছু একটা করতেই হবে। প্রতিশোধ নিতে হবে নিদরুণ অপমানের।

'হে লূত! তুমি যদি তোমার এ জাতীয় প্রচারের ইতি না টানো তাহলে তোমাকে দলবলসহ এদেশ থেকে বের করে দেয়া হবে।' প্রকাশ্য হুমকি দেয় সাদুমরা।

কিন্তু হজরত লূত আ. যে অন্য ধাতুতে গড়া। সাধারণ মানুষের মতো ভয় পেতে অভ্যস্ত নন। ওরা তো নবীকে চেনে না। প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানলে এ রকম ব্যর্থ প্রয়াস চালাতো না বিপথগামীরা।

'নিশ্চয় তোমরা এমন নির্লজ্জ কুৎসিত কাজে লিপ্ত রয়েছো যা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসী করেনি।' প্রতি উত্তরে নবী বলেন, 'পুরুষদের সাথে কুকাজ, দস্যুতা এবং প্রকাশ্য অসদাচরণে তোমরা কি ডুবেই থাকবে?' সত্যবাহী কণ্ঠস্বর অনুরণিত হয় নিসর্গের অনুপরমাণুতে। তবুও অবিশ্বাসীদের অন্তর নিথর। নিঃসাড়।

মানব জাতির স্বাভাবিক চাহিদাকে শরীয়তে অস্বীকার করা হয়নি। গৌণ ভেবে পাশ কাটানো হয়নি। মানুষ তো আর ফেরেশতা নয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতাড়না এসব তাদের রয়েছে। এসমস্ত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই দেয়া হয়েছে পবিত্র জীবনবিধান। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন প্রয়োজন মেটাতে হবে বৈধভাবে। শরীয়ত নির্দেশিত নিয়মে।

কিন্তু অবিশ্বাসীরা যা করেছে। এটা কোন কামনা? এ কওমের জঘন্য লালসা যে ইতর প্রাণীদের রীতি নীতিকেও লজ্জাবনত করে দেয়। শরমের ছিটে ফোঁটাও যাদের নেই তাদের অসাধ্য কি। তারা সবই পারে।

ক্ষান্ত হয় না সাদুমরা।

ওয়াজ নসীহত সমস্তই নিষ্ফল হয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান পাপের চর্চা তাদেরকে মনুষ্য শয়তানে পরিণত করেছে। এক দঙ্গল ভয়ানক সরীসৃপ যেনো বিষ ছড়াচ্ছে দেশময়।

নিজেদের পায়ে কুড়াল মারলে কার কি করণীয় আছে। সত্য গ্রহণের যোগ্যতা আল্লাহ্পাক সব মানুষকেই দিয়েছেন। সেটার উন্মেষ না ঘটালে অন্তরে আলো জ্বলবে কীভাবে। বৃষ্টি বর্ষিত হলেই বা কি? পাত্র কেউ যদি উপুড় করে ধরে রাখে।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

চার

হজরত জিব্‌রাইল আ. কয়েকজন ফেরেশতা সাথে নিয়ে পৃথিবীতে পদার্পণ করলেন। সাদুমদের পাপসমূহের ইতি ঘটানোর নির্দেশ পেয়ে তারা এসেছেন ভূপৃষ্ঠে।

যাত্রা পথে ফিলিস্তিনে থামলেন সবাই।

হজরত ইব্রাহিম আ. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দরকার। একটি সুসংবাদ দিতে হবে তাঁকে। সুখবরটি নবীকে পৌঁছে দিয়ে তারপর সাদুম যেতে হবে। পাপিষ্ঠদের সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।

মানবাকৃতি ধারণ করে নবীর গৃহে উপস্থিত হলেন ফেরেশতারা। দেখা হতেই সালাম জানালেন। নবী জবাব দিলেন সম্ভাষণের। খুশী হলেন তিনি। আগন্তুকদেরকে দেখে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন নবী।

আলহামদুলিল্লাহ। কয়েকজন মেহমান পাওয়া গেলো। দেখা যাক এদের জন্য কি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা যায়।

অতিথি সৎকারে হজরত ইব্রাহিম আ. পথিকৃৎ। দুনিয়াতে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন। প্রতিদিনই অভ্যাগতের খোঁজে থাকেন। কাউকে পেলে একসাথে খাওয়া দাওয়া করেন। একা খাদ্য গ্রহণের কথা নবী ভাবতেও পারেন না।

আগত লোকদেরকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নবী। খানাপিনার আয়োজনে লেগে গেলেন সাথে সাথেই। দেরী হলো না খুব একটা। স্বল্প সময়ের ভিতরেই একটি হৃষ্টপুষ্ট বাছুর ভুনা করে ফেললেন। এজন্য কোথাও যেতে হয়নি তাঁকে। গৃহপালিত পশুগুলোর মাঝ থেকেই একটাকে বেছে নিয়েছেন।

মেহমানদের সামনে রান্নাকৃত খাবার পরিবেশন করলেন হজরত ইব্রাহিম আ.। আমন্ত্রণ জানালেন তাদেরকে খাওয়ার জন্য। কিন্তু কী হলো আগন্তুকদের। সাড়া দিচ্ছে না কেনো তাঁরা। কোনোরকম চাঞ্চল্যই যে দেখা যাচ্ছে না যুবকদের মাঝে।

অবাক কাণ্ড! খাবার সামনে রেখে এমনভাবে কেউ নির্বিকার থাকতে পারে? কারো হাতই প্রসারিত হচ্ছে না ভুনা বাছুরটির দিকে। শুধু একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সবাই। তাদের শীতল চাহনি জাগতিক বলে মনে হচ্ছে না।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন হজরত ইব্রাহিম আ.। ভীতির মৃদু প্রবাহ যেনো তাঁর বুক ছুঁয়ে গেলো। এরকম করার কী কারণ হতে পারে। তবে কি কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছে এরা। নাকি অন্য কিছু?

'ভয় পাবেন না।' নবীর কৌতূহল অবদমিত করলেন নবাগত ব্যক্তিরা। 'আমরা হজরত লূত আ. এর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

এবার আর বুঝতে বাকি রইলো না— এরা ফেরেশতা। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। নিমেষেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে হজরত ইব্রাহিম আ. এর কাছে।

নিকটেই পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন বিবি সারাহ রা.।

এতোক্ষণ তিনি শুনছিলেন প্রাণাধিক স্বামী ও আগন্তুকদের কথাবার্তা। মেহমানদের পরিচয় জানতে তাঁরও বাকী রইলো না।

মা হওয়ার শুভসংবাদ জ্ঞাপন করলেন ফেরেশতারা নবী পত্নীকে। জানালেন হজরত ইসহাক আ. আসবেন তাঁর গর্ভে। তারপর আগমন করবেন হজরত ইয়াকুব আ.। একথা শুনে হেসে ফেললেন বিবি সারাহ রা.।

'আমি সন্তান প্রসব করবো।' একরাশ বিস্ময় নিয়ে বললেন তিনি, 'অথচ আমিতো সে বয়স পার হয়ে এসেছি। আর আমার স্বামীওতো বৃদ্ধ ব্যক্তি। ভারী আশ্চর্যজনক ব্যাপার।'

'তুমি কি আল্লাহ্‌পাকের হুকুম সম্পর্কে অবাক হচ্ছো?' বললেন ফেরেশতারা, 'তোমাদের উপর প্রতিপালকের রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি প্রশংসিত ও মহিমাময়।'

হজরত ইব্রাহিম আ. আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন। সত্যি তিনি সূক্ষ্মদর্শী করুণাময়। যা খুশী তাই করেন। নাব্য নদী চর জাগিয়ে স্তব্ধ করে দিতে পারেন। আবার বিশুষ্ক মরুতে প্রবাহিত করতে পারেন স্রোতস্বিনী। কোনোটাই অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

চিন্তিত হলেন নবী কওমে লূতের জন্যে।

অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, কোমল অন্তরবিশিষ্ট নবী ভাবলেন, এখনো যদি ওরা ফিরে আসতো। বেঁচে যেতে পারতো আযাব থেকে।

অবকাশ প্রার্থনা করলেন তিনি সাদুমবাসীদের জন্য। কিন্তু গৃহিত হলো না কাতর নিবেদন। কারণ সাদুমদের পাপের পাত্র যে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে কানায় কানায়। চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গিয়েছে ইতোমধ্যেই তাদের ব্যাপারে। কাজেই তাদের যা প্রাপ্য তা রদ হবার নয়। আল্লাহ্‌পাক সে কথা জানিয়ে দিলেন তাঁর খলিলকে।

এবার বিদায়ের পালা।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

পাঁচ

সাদুমে পৌঁছে গেলেন ফেরেশতারা।

তারুণ্যের প্রতিভূ রূপে উপস্থিত হলেন তাঁরা হজরত লূত আ. এর বাড়ীতে। যুবকদেরকে দেখে আনন্দিত হলেন নবী। মেহমানদেরকে খাতির যত্ন করাতো তাঁরও পছন্দনীয় কাজ।

কিন্তু পরক্ষণেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবে। দেশবাসীর কুস্বভাব সম্পর্কে কিছুইতো তাঁর অজানা নেই। ভালো করেই জানা আছে তাদের স্বভাব চরিত্র।

সুদর্শন তরুণদেরকে হাতে পেলে কি দুরবস্থা করবে সাদুমের নর পিশাচরা তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। হিংস্র হাঙ্গর যেমন রক্তের গন্ধ পেলে শিকারের পিছু পিছু ধাওয়া করে। তারপর আয়ত্বে এনে অসহায় প্রাণীদেরকে ছিঁড়ে খুবলে শেষ করে। এদের কবলে পড়ে এই উঠতি বয়সের ছেলেদেরও যে সেই দশা হবে।

'আজকের দিনটি অত্যন্ত কঠিন দিন।' স্বগতোক্তির মতো কথাটি বেরিয়ে এলো হজরত লূত আ. এর কণ্ঠ থেকে। বেশ ভাবনায় আছেন তিনি। কেমন যেনো লাগছে। আগত লোকদের চিন্তায় আজ মন শুধু বারবার উতলা হয়ে উঠছে।

খবর পেতে দেরী হয় না দুরাচারদের।

হজরত লূত আ. এর স্ত্রী গোপনে পৌঁছে দেয় তথ্যটি তার প্রীতিভাজন লোকদের কাছে। অথচ নবী ঘুণাক্ষরেও জানেন না সহধর্মিণীর কাফেরপ্রীতির কথা। তাই এমনটি হতে পারে বলে কোনো ধারণাই করেননি।

যাদের অন্তর বাহির পবিত্র তারা মানুষকে কখনোই বক্র দৃষ্টিতে দেখেন না। বাহ্যিক কোনো প্রমাণ না পেলে কাউকে মন্দও জানেন না। তা না হলে কোনো মুনাফেকের অস্তিত্ব কোনো নবীর আমলেই থাকতো না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো অপবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিরা।

এগিয়ে আসছে মানুষরূপী হায়েনারা।

নবীর বাড়ীর দিকে চলতে চলতে লোভে চকচক করছে তাদের কুৎসিত চোখগুলো। আহ! কি সুখের সংবাদই না পাওয়া গিয়েছে। কত্তো আনন্দ হবে আজ। ফুর্তির বন্যা বয়ে যাবে সাদুমে।

শয়তানের পূজকরা নবীর গৃহের কাছে এসে অবস্থান নেয়।

সংখ্যায় নেহাত কম নয় তারা। অনেক লোকই যোগ দিয়েছে এই নারকীয় উল্লাসে।

চেঁচামেচি শুরু করে দিলো কাফেররা।

নবীর মেহমানদেরকে হস্তান্তর করতে বলে হাঁক ডাকে বাতাস ভারী করে তুললো। কি অশ্রাব্য তাদের ভাষা। আর কি নোংরা তাদের অঙ্গভঙ্গি। ধৃষ্টতা দেখে নবী আরো বিষণ্ন হয়ে যান।

কী করা যায়। ভাবছেন তিনি। কিন্তু করার মতো কিছু তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাজা ফুলের মতো যুবকদেরকে কীভাবে যে আগলে রাখা যাবে। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে পাপিষ্ঠরা। প্রতিপ্রস্তুতি কিছুই নেই তার। কি দিয়ে প্রতিরোধ করবেন ভেবে পান না নবী।

কাজ হবে ভেবে হজরত লূত আ. কাফেরদেরকে তাদের ঘরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, সেখানে আমার কন্যাপ্রতিম তোমাদের স্ত্রীরা রয়েছে। তারা তো তোমাদের জন্য বৈধ। তাদেরকে ছেড়ে এই অভিশপ্ত ও অসুন্দর কাজ করতে এসেছো কেনো?

প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মতের জন্য পিতা সদৃশ। কেউ দাওয়াত স্বীকার করুক বা না করুক। উভয় অবস্থাতেই তারা উম্মত হিসেবে পরিগণিত হয়। বিশ্বাসী অনুসারীরা উম্মতে ইজাবত ও কাফেররা উম্মতে দাওয়াত নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

বাঁকা পথের পথিকেরা নবীর সরল কথায় কাঁপলো না এতটুকুও। বরং মহাখাপ্পা হয়ে উঠলো।

বলে কি লূত। আমরা কি চাই তা কি সে বোঝে না। আমরা হলাম গিয়ে সাদুম জাতি। আমরা মেয়ে মানুষ দিয়ে কি করবো? মহিলাদেরকে নিয়ে আমাদের কি কাজ। আমরা ওই টকটকে ছেলেদেরকে চাই।

'তোমাদের মাঝে কি একজন বিবেকবান মানুষও নেই।' আক্ষেপের সুরে বলে ওঠেন নবী। তাতে কোনো বোধোদয় হয় না অবিশ্বাসীদের। বিবেচনাবোধ তাদের শূন্যের নিম্নে নেমে গিয়েছে।

'তুমি তো জানোই যে, নারীদের প্রতি আমাদের কোনো গরজ নেই।' নিজেদের কথা বলে যায় পাষণ্ডরা, 'আর আমরা কি জিনিষ পেতে চাই তাও তোমার অজ্ঞাত নয়।'

নবী নিরুপায়। নির্বাক।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

ছয়

সাদুমবাসীরা সিদ্ধান্ত নিলো, জোর করে ছিনিয়ে নিতে হবে ছেলেদেরকে। ভালোমানুষী অনেক হয়েছে। আর নয়।

শুরু হলো দেয়াল টপকানো।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করেই দরজা ভাঙ্গতে উদ্যোগী হলো কয়েকজন।

এখন উপায়? নবীর পেরেশানী বেড়ে যায় কয়েকগুণ। এখন কীভাবে সামলাবেন তাদেরকে। যেভাবে বল প্রয়োগ শুরু করেছে। যে কোনো মুহূর্তে অঘটন ঘটে যেতে পারে।

'হে লূত। আমরা মানব নই।' নবীর চিন্তাক্লীষ্ট মুখের দিকে চেয়ে ফেরেশতারা আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন। 'আমরা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছি। কাজেই তারা আমাদের কিছু করতে পারবে না। এমনকি আপনার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।'

আশ্বস্ত হলেন হজরত লূত আ. ফেরেশতাদের পরিচয় পেয়ে। এখন আর কোনো চিন্তা নেই। তারাই সামলাবে উন্মত্ত সাদুমদের।

ফেরেশতাদের ইংগিতে দুয়ার উন্মুক্ত করলেন নবী। আর যায় কোথায়। দরজা খোলা পেয়ে হুড়মুড় করে কাফেররা অন্দরে ঢুকতে উদ্যত হলো। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করা হলো না কারো। তাদেরকে রুখে দিলেন ফেরেশতারা শুরুতেই।

ডানার ঝাপটায় পাপিষ্ঠদের অবস্থা সঙ্গীন করে তুললেন ফেরেশতারা। চোখে সর্ষেফুল দেখতে পেলো তারা। সাথে সাথে দুর্বৃত্তরা অন্ধ হয়ে গেলো।

চোখ হারিয়ে পালানো দুষ্কর হয়ে উঠলো কাফেরদের জন্য। এলোমেলো দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো সবাই। কে কোন দিকে যাবে দিশা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেলো এলাকা।

'আপনি কিছু রাত বাকি থাকতেই নিজের লোকজনদেরকে নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যান।' নবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন ফেরেশতারা, 'আপনাদের কেউ যেনো পিছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু আপনার স্ত্রী– নিশ্চয় তার উপরও পতিত

হবে যা ওদের উপর আসবে। ভোর বেলাই তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়। প্রত্যুষ কি খুব নিকটে নয়?'

তাই হবে। আল্লাহ্পাকের যা অভিপ্রেত সেটাই তো হবে। বান্দার কাজ শুধু মেনে নেয়া। নবী হিজরতের উদ্যোগ নিলেন।

হজরত লূত আ. স্ত্রীকে এ বিষয়ে কিছু বললেন না। সমস্ত ইমানদারকে জানিয়ে দিলেন যে, রওনা হতে হবে। রাত বেশী বাকি নেই। রাত পোহানোর আগেই সরে যেতে হবে সাদুম থেকে। সময় ক্ষেপণ করা এখন সমীচীন নয়।

বহুদিনের বসবাসের জায়গায় আর থাকা হলো না। স্বেচ্ছায় প্রবাস জীবন বেছে নিচ্ছেন তাওতো নয়। কওমের প্রতি এতো আহবান বৃথা গেলো। অরণ্যে রোদন ছাড়া কিছুই হলো না। বড় ব্যথাতুর এই নিশিথ। বুক ভাঙা আর্তনাদ চেপে রাখেন নবী বক্ষপিঞ্জরে। বুঝলো না সাদুমবাসী। চিনলো না আপন নবীকে।

হজরত লূত আ. বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী ছেড়ে। সঙ্গী হলেন ইমানদাররা। দ্রুত পা চালিয়ে সাদুম পেরিয়ে যেতে হবে। পথ চলেন সবাই দীর্ঘ পদক্ষেপে। রাতের আঁধার চিরে এগিয়ে যায় বিশ্বাসীদের কাফেলা।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

সাত

রাতের শেষ প্রহর।

ভোরের উন্মেষ এখনো হয়নি। নিকষ কালো আকাশ বুঝি সাদুমবাসী পাপীশ্রেষ্ঠদের অন্তিম দশা প্রত্যক্ষ করবার অপেক্ষায় রয়েছে।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেলো। মহাগর্জনে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো সমগ্র প্রান্তর। বিচার দিবসের প্রতি অনাস্থা পোষণকারীদের আরামের নিদ্রা হারিয়ে গেলো সাথে সাথেই। অজানা আতংকে নীল হয়ে গেলো কাফেরদের অবয়ব।

কী হচ্ছে এসব। বাকহীন সাদুমরা ভাবে। এমন উচ্চগ্রামের আওয়াজ তো কস্মিন্‌কালেও শোনা যায়নি। হাত পা থাকতেও অথর্ব বলে মনে হচ্ছে নিজেদেরকে।

ভয়ানক শব্দাঘাতে বিধ্বস্ত হতে লাগলো পাপমতিদের বস্তিগুলো। দেশের চারটি শহর একইভাবে আক্রান্ত হয়ে চুরমার হতে লাগলো।

নির্দেশ প্রাপ্ত হজরত জিব্‌রাইল আ. তাঁর পাখা সাদুমের জমিনে প্রবিষ্ট করে ফেললেন। তারপর পুরো ভূখণ্ডটি তুলে ফেললেন শূন্যে। অচেনা দৃশ্য দেখে আহতরা বাকশক্তি ফিরে পেলো। শুরু হলো চিৎকার। মহাশূন্য থেকে ভেসে আসছে পশু আর মানুষের সম্মিলিত আর্তনাদ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উল্টে দিলেন হজরত জিব্‌রাইল আ. ভাসমান সাদুম। উপুড় হয়ে সবেগে সেটি নেমে এলো পূর্বের অবস্থানে। সমাধি হলো পবিত্র বিধান পাল্টানোর চেষ্টারত অপরাধীদের।

তারপরও নিস্তার নেই দুর্ভাগাদের।

ভয়াবহ দুর্যোগের পর শুরু হলো পোড়া মাটির প্রস্তর বর্ষণ। ছোট বড় নানা আকারের পাথর মুষলধারে বৃষ্টির মতো নেমে আসছে আকাশ থেকে। আঘাতের পর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো নির্লজ্জ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব।

নিমিষেই যেনো উধাও হয়ে গিয়েছে সাদুমরা। এই ছিলো। এই নেই। রাতারাতি বিলুপ্ত হয়েছে কাফের অধ্যুষিত জনপদগুলো।

কী হয়েছিলো মাদইয়ানবাসীদের

কি
হয়েছিলো
অবাধ্যদের

এক

আরব উপদ্বীপের মরুমাটি কতো ইতিহাসের নীরব সাক্ষী তার পরিসংখ্যান কে জানে। পৃথিবীর মধ্যভাগে এর অবস্থান গুরুত্ব পেয়ে আসছে মানব সভ্যতার সূচনা থেকেই। তিন তিনটি মহাদেশ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ বিচিত্র ভূভাগটি কতো মহামনিষীর পদস্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছে তারও কোনো হিসেব নেই।

পবিত্র ভূমির পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে উষ্ণ স্রোতবাহী লোহীত সাগর। এর পূর্ব তীরেই গড়ে উঠেছে মাদইয়ান রাজ্য।

অখণ্ড আরবের উত্তর পশ্চিমাংশ জুড়ে বিস্তৃত এদেশটি যেনো চিরবসন্তের আধার। পরিচ্ছন্ন জলবায়ু মাদইয়ানকে পরিণত করেছে নিবিড় উদ্ভিদমালা সজ্জিত অঞ্চলে।

সংবেদনশীল রঙ মাখা গাছ গাছড়ার অবস্থিতি। দিগন্তজোড়া তৃণের বিস্তার এলাকাটিকে এনে দিয়েছে অম্লান তারুণ্যের ব্যাপ্তি। ব্যাপক ঝোপঝাড়ের সহজলভ্যতার কারণে মাদইয়ানবাসীদেরকে আসহাবে আইকা নামেও অভিহিত করা হয়।

এ দেশের নামটি রূপলাভ করেছে হজরত ইব্রাহিম আ. এর পুত্র মাদইয়ানের নামে। তাঁর বংশোদ্ভুত সম্প্রদায় এখানে বসবাস করতে থাকলে এ নামের উৎপত্তি হয়।

মাদইয়ান এক সময় হেজাজে বসবাস করতেন।

পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর বংশধররা আরবের উত্তর পশ্চিম এলাকায় চলে আসে।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

দুই

মাদইয়ানের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারে হজরত শুয়াইব আ. জন্মগ্রহণ করলেন।

রূপ লাবণ্যে ভরপুর শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েই সবাইকে অবাক করলেন। উপমাহীন সৌন্দর্য যার অবয়ব থেকে উছলে ওঠে তাঁকে কেউ ভালো না বেসে পারে? ছোট বড় সকলেই সীমাহীন হৃদয়ের টান অনুভব করেন তাঁর প্রতি।

স্বজনদের মধ্যমনি হয়ে সযত্নে লালিত হতে থাকেন হজরত শুয়াইব আ.। পরিজনদের এতো আদরের মাঝেও কোথায় যেনো খটকা লাগে তাঁর। স্বজাতির চালচলন সুবিধার বলে মনে হয়না মোটেও। ভাবেন নবী। এটাই কারণ। এ জন্যই এতো কষ্ট লাগে অন্তরে। স্বেচ্ছাচারী মাদইয়ানরাই তাঁর মর্মপীড়ার জন্য দায়ী।

কী দেখছেন তিনি এসব। মূর্তিপূজার সর্বনাশা ব্যাধি তো এখানে রয়েছেই। সাধারণ মনুষ্যসুলভ আচরণও এ অঞ্চলে দুর্লভ।

অনেক লোকই দস্যুবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ কাজকে মাদইয়ানরা ঘৃণার চোখে দেখে না। বরং যারা যতবেশী হিংসাত্মক জীবিকায় নিয়োজিত রয়েছে তারা সমাজে তত বেশী সম্মানিত।

অপরাধপ্রবণতা এদের এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কোনো অপকর্মই কাফেরদের দৃষ্টিতে অশোভন নয়। সবকিছু ন্যায়নিষ্ঠ বলে মনে হয় তাদের কাছে।

আরো একটি বিষয় হজরত শুয়াইব আ. এর মর্মযাতনা বৃদ্ধি করে। আসহাবে আইকাদের ক্রয় বিক্রয়ের রীতিনীতি বড়ই জঘন্য। কোনোকিছু কেনার সময় মাপের চেয়ে বেশী নেয় এরা। আবার বেচার বেলায় বস্তুর ওজন কম দেয়। খুব

স্বাভাবিকভাবেই এ কর্মটি করে মাদইয়ানরা। যেনো এটা কোনো গর্হিত কাজই নয়।

নিজ সম্প্রদায়ের প্রবঞ্চনা দেখতে দেখতে কৈশোর পাড়ি দিলেন নবী। দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে মানুষ ঠকানো প্রতিযোগিতা। কে কার চেয়ে বড় দুর্নীতিপরায়ণ প্রমাণ করতে সবাই যেনো তৎপর হয়ে ওঠে।

নিজস্ব নীতি অনুযায়ী কাজকর্ম করে হজরত শুয়াইব আ. এর কওম যথেষ্ট আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করেছে। শঠতার সীমাহীন বিস্তার তাদেরকে ধনাঢ্য করে তুলেছে। আরো রয়েছে ফলন উপযোগী আবহাওয়াগত সুবিধা। দেশের জমিজমার উর্বরাশক্তিও এক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে।

অঢেল খাদ্যশস্য উৎপাদন ও ডাকাতিলব্ধ টাকা মাদইয়ানদেরকে পরিণত করেছে আত্মম্ভরি জাতিতে। এসব উন্নয়নকে তারা নিজেদের জ্ঞান বিদ্যার বাহাদুরি বলে ধারণা করে। আর এর উৎস বলে পূর্বসুরীদেরকে সম্মান জানায়, যারা দৃষ্টান্ত বিহীন ছলচাতুরী শিক্ষা দিয়ে দোজখবাসী হয়েছে। তাদেরকে মরনেও শ্রদ্ধা জানাতে মাদইয়ানরা ভুল করে না।

আসহাবে আইকাদের ধ্যানধারণার অসারতা নবীকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলে। সমাজের সংস্কার কীভাবে করা যায় তাই নিয়ে তিনি ভাবনায় নিমজ্জিত থাকেন।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

তিন

অপেক্ষার রজনী শেষ হলো। দুঃসহ রাত পেরিয়ে এলো প্রতিক্ষিত প্রত্যুষ।

মাদইয়ানদেরকে সৎপথে ডাকার অনুমোদন পেয়েছেন হজরত শুয়াইব আ.। ওহী পাওয়ার পর পরই নেমে পড়লেন তিনি আদিষ্ট কাজে।

‘হে আমার লোকেরা। ইবাদত করো আল্লাহ্তায়ালার।’ শুরু হলো সত্যের বজ্র নির্ঘোষ, ‘কেউ মাবুদ নেই তিনি ব্যতীত।’ চমকে ওঠে শতাব্দীর উপাচারে ঘোর লাগা কাফেররা। শিরিকের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন মাদইয়ানরা শুনতে পায় অসাধারণ মধুর

কণ্ঠের আওয়াজ, 'ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওজন ও মাপ ঠিকমতো করো। মানুষের সাথে কাজ কারবারে কৃত্রিমতা অবলম্বন করো না।'

কে শুয়াইবকে শেখালো এসব। ভাবতে গিয়ে বিষম খায় অবিশ্বাসীরা। এটা তো কোনো সহজ কথা নয়। অভ্যাসের বিপরীত কাজের উপদেশ দেয়া তো কোনো সুলক্ষণ নয়। ও বললে হবে নাকি। কেউ কোনো আদেশ করলে হুট করে তা মেনে নিতে হবে বুঝি। ভ্রুকুঁচকে উঠে তাদের রাগে।

'আমি দেখছি তোমরা সচ্ছল।' প্রবঞ্চকদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে নবী বলেন, 'কাজেই নেয়ামতের শোকর করো। আশংকা হয় তোমাদের উপর আযাব এসে সবাইকে বেষ্টন না করে ফেলে।'

রাগে রক্তাভ হয়ে যায় অংশিবাদীদের চেহারা। বিপথগামী আর কাকে বলে। শুয়াইব তো আগে ভালোই ছিলো। নিরীহ ছিলো বলেই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বেশ কথা বলা শিখেছে। উচ্ছন্নে গিয়েছে একেবারে।

'মানুষকে তাদের দ্রব্যসমূহ কম দিয়ো না।' বলে যেতে থাকেন নবী, 'দেশের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।'

কি! এতোবড় কথা! ক্ষিপ্ততা বেড়ে যায় কাফেরদের। আমরা ফাসাদ করে বেড়াই। এরকম দুঃসাহস ওর হয় কি করে! কোনোদিন তো আমাদের পূজাপার্বনে আসেই না সে। তা না আসুক। কিন্তু এখন যে তার দেবতাদের প্রতি অবহেলার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'হে শুয়াইব!' মুখ খোলে রোষান্বিত মাদইয়ানরা, 'তোমার আল্লাহ্ কি তোমাকে এ আদেশ করে যে, আমাদেরকে এসে বলো, এই মূর্তিসমূহ ত্যাগ করো। আমাদের পূর্ব পুরুষরা যাদের অনুরক্ত ছিলো। তুমিই একমাত্র সত্যনিষ্ঠ কোমলহৃদয় মানুষ সেজে গিয়েছো।'

খুব জুৎসই একটা জবাব হয়েছে। মনে করলো কাফেররা। কিন্তু নবীর পাল্টা জবাব যে এতো নিরেট হবে ভাবতেও পারলো না তারা।

'হে আমার এলাকাবাসী!' প্রতি উত্তর দেয়া শুরু হলো নবীর, 'তোমরা কি একথা ভাবোনি যে, আমি যদি প্রভুর দেয়া ধ্রুব প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি। আর তাঁর দয়ায় উত্তম জীবিকাও পেয়ে থাকি তবে কি নীরবতা অবলম্বন করা আমার পক্ষে শোভা পায়।'

হজরত শুয়াইব আ. এর কথা শুনে তস্কররা কি বলবে ভেবে পায় না। স্মৃতি হাতড়ে যেনো কিছুই উদ্ধার করতে পারে না তারা।

'আর আমি এমন ইচ্ছা রাখি না।' নির্বাক মাদইয়ানদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'তোমাদেরকে যে বিষয়গুলো থেকে নিষেধ করেছি তা আমি নিজে করি। আমি যা কিছু বলি, আমার আমলও তার সাক্ষ্য বহন করে। সাধ্যমতো তোমাদের সংশোধন ছাড়া আমার চাওয়ার অধিক কিছু নেই।'

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

চার

মাদইয়ানদের কেউ কেউ তাদের ভুল স্বীকার করলো।

বুঝতে পারলো তারা হজরত শুয়াইব আ. এর কথার মূলতত্ত্ব। তাই তো। তিনি যা বলেছেন তাতে তো তাঁর কোনো স্বার্থ নেই। মানুষের হিত কামনা ছাড়া এর মাঝে অন্য কিছু নেই। নবী তো কওমের মঙ্গল ব্যতীত কিছুই কামনা করেন না।

মাথায় যেনো রক্ত উঠে গেলো কাফেরদের। এভাবে মূর্তিপূজকরা যদি দল ত্যাগ করে তাহলে চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে। এরকমভাবে লোক কমে গেলে পূর্ববর্তী প্রজন্মের উৎকৃষ্ট ধ্যানধারণা সমাধিস্থ হয়ে যাবে। তখন তাঁকে কে আটকাবে? অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে তখন শুয়াইব।

সুতরাং যা করার এখনি করতে হবে। নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই। ঘরের ভিতরে সাপ রেখে কি নিদ্রাযাপন করা যায়। নাকি কোনোরকম স্বস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কীভাবে ওর গতি রুদ্ধ করা যায়। ভাবতে হবে। এনিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করতে হবে।

আসহাবে আইকাদের চোখ রাঙানি নবীকে তাঁর কাজ থেকে একটুও বিচ্যুত করতে পারলো না। তিনি শুধু ঘুরেই চলছেন জনতা থেকে জনতায়। স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌পাকের আযাবের ভয় দেখান। বিলুপ্ত সম্প্রদায়গুলোর কথা উল্লেখ করে উদাহরণ দেন। আর ইমান আনলে প্রতিপালকের অন্তহীন দানে অনুগৃহীত হওয়া যাবে সেকথাও বলেন।

কিন্তু বললে কি হবে। অবিশ্বাসের পুরু আস্তরণ ভেদ করে তাঁর বাণীগুলো কাফেরদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে পৌঁছায় না। তাদের চেতনায় যে রয়েছে শয়তানের গাঢ় প্রভাব। কীভাবে বুঝবে তারা সত্যের মর্যাদা।

একজন সাধারণ লোক প্রেরিত পুরুষ হয় কি করে? অযৌক্তিক প্রশ্ন নিয়ে মুখর হয় মাদইয়ানরা। বিশেষ কি আছে শুয়াইবের। ধনকুবেরও তো সে নয়। ধনাঢ্য হলে না হয় একটা কথা ছিলো। শুধু সম্মোহনকারী বাগ্মীতা ছাড়া তার আছেই বা কি।

কোনো পদক্ষেপ নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে গেলো তস্করেরা। মুশকিল হলো তাদের, হজরত শুয়াইব আ. এর আত্মীয় স্বজন নিয়ে। সংখ্যায় নবীর নিকটজনদেরকে উপেক্ষা করার মতো নয়। ক্ষমতাও নেহাত কম নেই তাদের। কিছু একটা ক্ষতি করে পার পাওয়া যাবে না। বিপত্তি দেখা দিবে দেশ জুড়ে।

নিজেদের দুর্বলতার কথা অবিশ্বাসীরা সংগোপনে চেপে রাখা সত্ত্বেও একদিন বেরিয়ে যায় মুখ ফসকে। নবীর সামনেই তাদের গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

জেনে অবাক হন নবী। এতো নির্বোধ এরা। সৃষ্টিকর্তার ভয়ের চেয়ে এদের কাছে মানুষের ভীতিই প্রবল হলো শেষ পর্যন্ত।

'হে আমার দেশবাসী! তোমাদের কাছে মহান প্রতিপালকের চেয়ে আমার গোত্রের প্রভাব বেশী অনুভূত হলো। নবী তাঁর কওমকে প্রকৃত বিষয় বুঝিয়ে দিতে চেয়ে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কিছু নন যে, তাঁকে তোমরা পিছনে ফেলে রাখলে।'

মূলকথা অংশীবাদীদেরকে ধরিয়ে দিলে কি হবে। কোনো উপদেশ তাদের কাছে উপাদেয় মনে হয় না। তেঁতো বলে মনে হয়। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগানো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কেউ যদি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে তাঁকে জাগ্রত করা সহজসাধ্য নয়।

পাপের পথ পরিহার করার কোনো সদিচ্ছা মাদইয়ানদের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। নবীর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে এরা যেনো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছে। আর আযাবের কথা শুনে এমনই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে যেনো আল্লাহ্পাকের শাস্তি কিছুই নয়।

কি হয়েছিলো অবাধ্যদের

পাঁচ

এলো সেই দিন।

মাদইয়ানদের জাগতিক জীবনের শেষ দিন।

বিশ্রামরত কাফেররা দেখলো, ঘরের কড়িবর্গা যেনো স্থানচ্যুত হতে চাইছে। প্রবল কাঁপুনি ধরেছে দেহে, বাড়ীর প্রতিটি আসবাবে।

মাটির নড়াচড়ায় অবিশ্বাসীদের আরাম ব্যারামে পরিণত হলো। প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে সম্বিত ফেরে পায় সবাই।

ভয়ে ঢোক গিলে মাদইয়ানরা। কি শুরু হয়েছে এসব। ভূমিকম্প নাকি। ভূকম্পন তো এমন নয়। অতিমাত্রায় দুলে উঠছে কেনো বাড়ীঘর। তবে শুয়াইব যা বলেছিলো তা কি.......।

ভাবনা অংকুরেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

অদৃশ্যপূর্ব কাঁপন কাফেরদেরকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না। তড়িতাহত প্রাণীর মতো ছটফট করছে সবাই। ভয়ের চোটে আত্মা তাদের খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড় হলো।

এরি মধ্যে আকাশজোড়া মেঘ ভর করলো। মেঘগুলো কেমন যেনো। ভয়াল। বিশাল। কিন্তু ভালো করে দেখার উপায়টিও নেই। সোজা হয়ে যেখানে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, সেখানে সূক্ষ্মভাবে কোনো কিছু অবলোকন করা সম্ভব নয়।

শুরু হলো বৃষ্টি।

কিন্তু পানি কোথায়? এযে শুধু আগুন। জ্বলন্ত অগ্নিকণা বৃষ্টির আকারে নেমে আসছে আকাশ বেয়ে। অজস্র অগ্নিবিন্দু গ্রাস করে নিচ্ছে মাদইয়ানের মানচিত্র। একেতো পায়ের নীচের ভূমি ভয়ংকর কম্পমান। তদুপরি শূন্য থেকে নেমে আসা লেলিহান শিখা জীবনের আশা নির্বাপিত করে দিলো অবিশ্বাসীদের। দুচোখ ভরা আতংক নিয়ে মৃত্যুপ্রহর গুণছে সবাই।

জীবন প্রদীপ নিভে আসছে মাদাইয়ানদের। প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে অসংখ্য দুরাচার। বেশী বাকি নেই সব শেষ হওয়ার।

কতো নিশ্চিন্তই না ছিলো দুর্বৃত্তরা। অন্তযাত্রার ভয় থেকে বিস্মৃত হয়েছিলো পুরোপুরি। এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই। মরণের তোরণ চোখের সামনে খোলা দেখে সব মানুষই সোজা হয়ে যায়। মেনে নেয় সত্যকে। কিন্তু তখন আর সুযোগ দেয়া হয় না। মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক বিশ্বাস আর কোনো কাজে আসে না।

আযাব থেমে গেলো।

ভূকম্পন ও অগ্নিবৃষ্টিতে নির্মূল হয়েছে অস্বীকারকারীদের প্রাণস্পন্দন। মূর্তিপূজক প্রতিটি নরনারীকে চির নিদ্রায় শায়িত করে থেমে গিয়েছে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা।

আর অন্যদিকে বরাবরের মতো নিরাপদ রইলেন বিশ্বাসাশ্রিত জনতা।

প্রবলতম দুর্বিপাকেও সম্পূর্ণ অক্ষত থাকলেন হজরত শুয়াইব আ. ও তাঁর সহচরবৃন্দ। ইমান তো আশ্রয়েরই নাম। আল্লাহ্‌পাকের সর্বোত্তম অনুগ্রহ এই হেদায়েত। জড়বাদীদের ধ্বংস্তূপে বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বালিয়ে রাখে সারাক্ষণ।

অবিশ্বাসমুক্ত পৃথিবীতে সূর্যোদয় হলো। নিঃশব্দ চারিদিক। লয়প্রাপ্ত বস্তিগুলোতে জীবনের সাড়া নেই। শুধু পড়ে আছে হতভাগ্য মাদইয়ানদের শবদেহ। উপুড় হয়ে পড়ে আছে অনাচারীদের দগ্ধীভূত লাশ।

নিহতদের অবস্থা দেখে নবী ও তাঁর আসহাবরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন আল্লাহ্‌পাকের কথা। তাঁর দয়া না হলে এমন তাণ্ডবের মধ্যে কারো বেঁচে যাওয়া সম্ভবপর ছিলো না।

স্রষ্টার অবাধ্য হওয়ার ফলাফল যে কতো মারাত্মক মাদইয়ানদের পরিণতি সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। একদিন আগেও যারা অহংবোধে স্ফীত হয়ে মাটিতে পা ফেলতো, আজ কি দুর্ভোগই না পোহাতে হয়েছে তাদেরকে। দুদিনের পার্থিব আস্ফালন শেষে চরম লাঞ্ছিত হয়ে বিদায় নিতে হয়েছে পৃথিবী থেকে।

ISBN 984-70240-0044-6

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া